দুয়ে দুয়ে বাইশ

দুয়ে দুয়ে বাইশ

ঋষি দাস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫৬
দুই টাকা

প্রচ্ছদশিল্প : সুমুথ মিত্র
প্রকাশক : পরাণ মণ্ডল
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর : সুকুমার চৌধুরী
৮৩, বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

সুমুখ মিত্র,
সুনীল দত্ত,
সুনীল মুখার্জী ও
বাণীব্রত মুখার্জী
বন্ধুদের দিলাম।

—ঋষি

ব'লে রাখি

আট-ন বছর আগে, তখন গ্রীক ট্র্যাজেডি, ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবের্গ, ব্রিয়্যু এবং বিঅর্ণসনের নাট্যলোকে আনাগোনা করছি, বেনাভান্ত, শ, সীঙ্গ এবং ও'নেলের সৃষ্টি-লোকেও যে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছি না, এমন নয়। কিন্তু সে ছিল নিছক আনাগোনা করা, নিছক উঁকি দেওয়া। তখন ছিল প্রভূত বিস্ময়, ছিল অভূতপূর্ব আতংক ' তাই তখন আহরণ বা অপহরণের সুযোগ বা সাহস পাই নি। সে ছিল যেন ভিখারীর প্রাসাদ-দর্শন! কেবল আনন্দ, কেবল আতংক, কেবল বিস্ময়—অপহরণের কথা মনেও পড়ে না।

কিন্তু সেদিন বুঝি নি, এই না-নেওয়ার মধ্যে নেওয়াও ছিল অনেকখানি। আমি স্বেচ্ছায় না নিলেও তাঁরা আমার অজ্ঞাতে আমার মানসিক পকেট ভরে দিয়েছিলেন অনেক কিছুতেই—অবশ্য সে অনেক কিছু তাঁদের অপরিমেয় সম্পদের তুলনায় কিছু মাত্র না

গরীবের হাতে আচম্‌কা যখন দু'একশত টাকা আসে, তখন তা তাকে লাখপতির লাখ টাকার চেয়েও সাহস ও শক্তি দেয় অনেক বেশি। অনেক সময় বড়োলোকামিতেও তাকে পেয়ে বসে। আমার-ও বুঝি তেমনিটি ঘটলো! ভাবলাম, গ্রীক নাটকের রসকে যদি আধুনিক পাত্রে পরিবেশন করা যায়, তবে কেমন হয়? মন্দ কি! চেষ্টা করা যাক। সেই চেষ্টার ফল এই নাটক।

লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম, গ্রীক নাটকগুলির পেছনে রয়েছে একটি অনিবার্য পূর্ব-পরিকল্পনা, একটি 'ডিটারমিনিজম্', যার নড়চড় হবার যো নেই। যেমন সফক্লিসের 'রাজা ইডিপাস' নাটকখানা। থিবসের

রাজা লাইঅস এবং রাণী জোকাস্টার এক পুত্র হোলো। নবজাত পুত্রের সম্বন্ধে ডেলফসের সূর্যমন্দির থেকে এলো দৈববাণী: এই পুত্র একদা তার পিতাকে হত্যা ক'রে তার মাতাকে করবে বিবাহ। ভয়াবহ দৈববাণী। ফলে রাজা লাইঅস এবং রাণী জোকাস্টা তাঁদের পুত্রকে পর্বতে ফেলে দিয়ে আসতে ভৃত্যদের আদেশ দিলেন—আশা, সেখানে তার মৃত্যু হবে। মৃত্যু কিন্তু হোলো না। সে-পুত্র একদা হয়ে উঠলেন বীর ইডিপাস! অতঃপর ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে ইডিপাস করলেন তাঁর পিতৃহত্যা এবং মাতাকে বিবাহ। দৈববাণী হোলো সফল। এই সাফল্যের মধ্য দিয়েই ঘনিয়ে উঠলো ট্র্যাজেডির করুণতম, ভয়ংকরতম মুহূর্ত। জোকাস্টা মৃত্যু বরণ করলেন। ইডিপাস অন্ধ করলেন আপনাকে। শেক্সপীয়রের নাটকেও ট্র্যাজেডির এই রূপই দেখলাম। যথা, ম্যাকবেথ। ডাকিনীরা ভবিষ্যৎবাণী করলো যেদিন বারনামের অরণ্য ডান্সিনানের পার্বত্য ভূমিতে আসবে এগিয়ে, যেদিন মাতা-জন্ম-দেন-নি, এমন কোনো মানুষের সংগে দেখা হবে ম্যাক্‌বেথের, কেবল সেদিনই ঘটবে তার মৃত্যু, অন্যথায় নয়। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে ম্যাকবেথ অপরাজেয় এবং অমর। কিন্তু সত্যই একদা ডাকিনীদের ভবিষ্যৎবাণী সফল হোলো। ম্যাকবেথ নাটকে এই আপাতঅসম্ভবের অনিবার্য পরিণতিই জন্ম দিলো একটি প্রচণ্ড ট্র্যাজেডির।

প্রাচীন ট্র্যাজেডির এই অনিবার্য পূর্বপরিকল্পনাকে আধুনিক কালেও নাটকে গ্রহণ করা যায় কিনা, তার একটা এক্স্‌পিরেরিমেণ্ট করার প্রবল ইচ্ছা আমাকে সেদিন পেয়ে বসেছিল, আজো বেশ মনে পড়ে। কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ তো ডেলফসের দৈববাণীতে বিশ্বাস করে না, করে না বিশ্বাস ডাকিনীতে। ভাবলাম, তারা করবিচারে হয় তো বা করবে। কিন্তু সেটাও তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই এই নাটকে আমি করবিচারের ভবিষ্যৎবাণীকে ডেলফস বা ডাকিনীদের ভবিষ্যৎবাণীর

মর্যাদা দিই নি। তাকে একটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ধাপ্পা হিসাবেই ব্যবহার করেছি। এমনি ভাবেই আধুনিক পাত্রে পুরাতনকে ঢালা গেছে। ফলে, আমরা যথা সময়ে লক্ষ্য করবো, করবিচারের ভবিষ্যৎবাণীর আবরণে যে প্রচ্ছন্ন অথচ ভয়ংকর সত্য ছিল, তাই ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং অবশেষে রাজা ইডিপাস বা ম্যাক্‌বেথের ট্র্যাজেডির মতোই অনিবার্যতায় গিয়ে হয়েছে উত্তীর্ণ।

নাটকের কাহিনী এবং ভাষা একটু 'heightened' ও 'exaggerated' হয়। স্ট্রিণ্ডবের্গ তাঁর একটি নাটকের মুখপত্রে বলেছিলেন, নাটক জনসাধারণের জন্যই লেখা হয়, তাই সেখানে গল্পাংশকে অনেক ক্ষেত্রে বৃহদাকার করে দেখানো দরকার। সে কথা মানি। এ যেন নূতন পড়ুয়াদের জন্য বড়ো অক্ষরে কিছু লেখা, বা যারা ভালো শুন্‌তে পায় না, তাদের জন্য গলা ফাটিয়ে কিছু বলা। যাঁরা 'ন্যাচ্‌রাল' হয় নি ব'লে নাক তোলেন, তাঁদের জন্য এ নাটক নয়, আগেই ব'লে রাখি।

এবার নাটকের নামকরণ সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। হঠাৎ শুনলে নামটা দুর্বোধ্য লাগে, তাই এখানে একটা 'সরল ব্যাখ্যা ও মানে' লিখে দিলাম :

দুই আর দুই, এদের যোগফল চার হয় বটে। কিন্তু মানুষের জীবনের যোগফলগুলো বড়ো বিচিত্র। ধরুন, দুটি পুরুষের সংগে দুটি মেয়ের মিলন হোলো, অমনি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যোগফলটা চার না হয়ে অবলীলায় গিয়ে পৌছলো প্রায় চব্বিশে। এ নাটকের কাহিনী পিতামাতা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়েই গড়ে উঠেছে। তাই এর নাম দিয়েছি : 'দুয়ে দুয়ে বাইশ।'

আর একটি কথা। যাঁরা এই নাটকের শান্তা ও শান্তনুর গল্পাংশের জন্য বার্ণার্ড শ-র 'মিসেস ওঅরেনস প্রফেশন' নাটকের কাছে আমাকে ঋণী করতে চান, তাঁদের বলি, তাঁরা যেন দ্বিজেন্দ্র লালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের

কথা স্মরণ করেন। সত্যি; যদি আমাকে ঋণভারে জর্জরিত হতেই হয়, তবে দেশী মহাজনই ভালো। ঋণগ্রহণেরও একটা জাতীয়তাবাদী দিক থাকলে বিবেক চাঙা থাকে। (চুরি, গাঁটকাটা, গলা কাটা, এ সবের বেলা তো কথাই নেই।) ব্যাধি সংক্রান্ত গল্পাংশের জন্য পাঠকরা যখন আমাকে ইবসেন বা ব্রিয়্যুর কাছে ঋণী করতে চাইবেন, তখন আমি বেমালুম 'বনফুলকে' সাক্ষী মানবো। বলবো, তিনিই আমার মহাজন।

আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এবার যা বলার নাটকই বলবে।

এই নাটকের রচনাকাল ১৯৪১এর শেষাশেষি।

ঋষি দাস

ঃ অভিনয় কালে আবশ্যক হ'লে নাটকের
দৃশ্য বিভাগগুলি মানবার প্রয়োজন নেই।
অংক বিভাগগুলি মানলেই চলবে। ঃ

প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। আধুনিক আসবাবে সুসজ্জিত। দেওয়ালের পাশে ঠাসাঠাসি কয়েকটি আলমারি। সবগুলিই ছোট বড়ো বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে ঝুলানো একটি আয়না ও কয়েকখানি ছবি।

সোমনাথ সরকার একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। মাথার উপর বিজলি পাখা ঘুরিতেছে। সমুখের টেবিলে কতকগুলি বই। তিনি একটা খবরের কাগজ মনযোগের সহিত পড়িতেছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে ঢুকিলেন স্ত্রী সবিতা। বয়স প্রায় চল্লিশ। গায়ের রঙ্ খুব ফরসা। দৃঢ় চেহারা, এককালে তিনি যে সুন্দরী ছিলেন, তাহার পরিচয় আছে দেহে।

সোম। আজই যাওয়া দরকার।

সবিতা। কোথা?

সোম। বম্বে।

সবিতা। হঠাৎ? কেন?

সোম। জরুরি কাজ; নইলে ব্যাংকের ক্ষতি হবে।

[সোমনাথ চশমাটা খুলিয়া খাপে ঢুকাইলেন]

সবিতা। আজ না গেলে কি চলে না?

সোম। না না। কেমন ক'রে চলে? ওর জন্মতিথি পূজোয় থাকতে যে আমার কত সাধ তা তোমায় কি করে বোঝাবো? অথচ....

সবিতা। কখন যেতে হবে?

সোম। আটটায় গাড়ি। আরও অনেক কাজ আছে, এখুনি বেরুতে হবে, পোশাকটা বদলে নিই। [দোরের পাশে গিয়া] ওরে, কে আছিস? ....শম্ভু! ভোলা!....কোথা যায় স্টুপিড্‌গুলো?

সবিতা। শম্ভুকে মার্কেটে পাঠিয়েছি। ফুল কিনতে। আর ভোলা গেছে মিনিদের বাড়ি।

সোম। ও।

সবিতা। জানতুম না তুমি বেরুবে।

সোম। যাক। নন্দা কই?

[হঠাৎ ঘরে ঢুকিল শম্ভু, হাতে একরাশি ফুল]

শম্ভু। মা—

সবিতা। আমি কি করব? দিদিমণিকে দাও গে।

[ঘরে ঢুকিল নন্দা। বছর উনিশের মেয়ে, তন্বী।]

শম্ভু। [নন্দার পাশে গিয়া] দিদিমণি! ফুল।

নন্দা। সব ঠিক ঠিক নিয়ে এসেছিস ত?....রজনীগন্ধার শীষ? পদ্মের কুঁড়ি? খুব ভাল ফুল মা। শম্ভুটার চোখ আছে।

সোম। নন্দা, মা, চল ত, পোষাকগুলো দেখে শুনে দিবি। একটু বেরুতে হবে। হ্যাঁ, তোর দাদা কই রে?

নন্দা। বড়দা, না, ছোটদা?

সোম। বড়দা।

নন্দা। কি পড়ছে। আজ তার গুমোর কত! আমার সংগে ত কথাই কইলে না।

[হঠাৎ একটু থামিয়া]

বাবা আর মা, তোমরা দুজনেই শোনো। ছোটদাও বলবে'খন।

সত্যি। কি?

নন্দা। [কৃত্রিম গাম্ভীর্যে] আর কেনই বা বলব না? যদি না শোনো, তবে একেবারে ঝাণ্ডা নিয়ে বেরুব। আমি আর ছোড়দা। বেশ হবে সে! সারা দুপুর দুজনে বসে-বসে ভেবেছি।

সোম। ধা'গুা....?

নন্দা। [হাসিয়া] স্ট্রাইক! বিদ্রোহ! মিউটিনি! রেভল্যুশন!

সবিতা। বকর বকর করিসনে, যা।

নন্দা। তবে শোনো আমাদের আল্টিমেটাম। শুধু বড়দার জন্ম-তিথিতে নেমন্তন্ন করে লোক খাওয়াবে, আর আমাদের বেলায় কচু, সেটি হচ্ছে না বাপু। বড়দাকেও একটা নোটিশ দিয়েছি।

সোম। ও, এই কথা? [পরে গম্ভীর ভাবে সবিতাকে] সত্যি এ আমাদের ভারি অন্যায়। [নন্দাকে] তা এবার থেকে নিশ্চয় হবে মা। ও বড়ছেলে কিনা, তাই....

নন্দা। [উচ্ছ্বসিত আনন্দে] সত্যি হবে ত? খবরটা তবে ওদের দিয়ে আসি। ভারি গুমোর বড়দার। কথাই কয় না। [যাইতে যাইতে] এই শম্ভু, দালানের ঝাড়গুলো ঠিক ক'রে তৈরী কর। দেখিস, ভাঙিসনে যেন।

[নন্দা ও শম্ভু বাহিরে গেল]

সোম। [এক মুহূর্ত ভাবিয়া পরে গম্ভীর ভাবে] মেয়েটা যে কথা-গুলো ব'লে গেল, তা কি ওর মনের কথাই না?

সবিতা। [নিরুদ্বেগে] হবে।

[নন্দা দোরের কালো পর্দার অবকাশে মুখ বাহির করিল। [মুখে হাসি ও আনন্দে স্বচ্ছতা।]

নন্দা। বাবা, কই এস।

সোম। হ্যাঁ, যাই মা।

[সোমনাথ ব্যস্তভাবে বাহিরে গেলেন। সবিতা স্তব্ধ হইয়া কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিলেন। বাম দিক দিয়া ঘরে ঢুকিল অতনু। পাতলা চেহারা, চোখে সোনালি ফ্রেমে আঁটা চশমা। ঘরে ঢুকিয়াই একটা

বইয়ের আলমারির কাছে গিয়া আলমারি খুলিল। শব্দ পাইয়া অন্তমনস্ক সবিতা সচকিতে সেদিকে তাকাইলেন।]

সবিতা। কি বাবা? ব'লে এলি?

অতনু। হ্যাঁ। মা]

[আলমারি হইতে একটা বই বাহির করিয়া তাহা দেখিতে-দেখিতে মায়ের কথায় উত্তর দিতে লাগিল]

সবিতা। কি বললেন? আসবেন ত?

অতনু। প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলেন: সে কেমন দেখায়…, এইমাত্র কয়েকদিন এসেছি….আপনাদের সংগে আলাপ পরিচয় মোটেই নেই….ইত্যাদি।

সবিতা। তারপর?

অতনু। বুঝিয়ে বললুম। আমাদের প্রতিবেশী বলতে তো কেবল তাঁরাই। আর রমেন বাবুদের কথাও বললুম। তাঁরা এর আগে ও বাড়িতে ছিলেন। তাঁদের সংগে আমাদের ছিল কত বন্ধুত্ব। ওঁরা নতুন এসেছেন, কিন্তু ওঁদের সংগেও সে-সম্বন্ধ হতে কতক্ষণ?

সবিতা। আর ওঁর মেয়ে?

অতনু। কই, তাঁকে তো দেখলুম না।

সবিতা। তার কথাও ওঁকে ব'লে এসেছিস ত?

অতনু। হ্যাঁ।

সবিতা। সুন্দর মেয়েটি। ছাদে উঠে কথা কয়েছিল একদিন। কি নাম যেন?

অতনু। জানিনে।

সবিতা। মনে পড়েছে। শান্তা। শান্তাই ত? [হঠাৎ] আচ্ছা, উনি কি করেন?

অতনু। [আলমারি হইতে একটা বই বাহির করিতেছিল, থামিয়া] কে? হীরেন বাবু?

সবিতা। শান্তার বাবার নাম হীরেনবাবু বুঝি? [হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল] হ্যাঁ, হীরেন বাবুই ত! আমি যে কি হয়েছি।

অতনু। উনি একজন পামিস্ট। হাত দেখতে পারেন নাকি অতি চমৎকার। অন্ততপক্ষে, সাইনবোর্ডে ত তাই লেখা আছে। [হাসিল] অদ্ভুত মানুষ।

সবিতা। [ঠিক না বুঝিয়া] অদ্ভুত? কেন?

অতনু। মিথ্যের পেছনে মানুষ কেমন ক'রে এমন ভাবে ছোটে তাই ভাবি। আমার কি মনে হয় জানো মা?....এ যেন একটানা একটা কবিত্ব ....জীবনব্যাপী অর্থহীন একটা পরিকল্পনা!....

সবিতা। তুই নিজেই কবিত্ব সুরু করিল রে।

অতনু। না মা, এ সত্যি কথা। মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষ যদি বুঝত?

সবিতা। [ম্লান হাসিয়া] মানুষের অতীত, বর্তমান....তাও কি সব বোঝে মানুষ?

অতনু। সমস্ত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বিরুদ্ধে মানুষ রাত্রিদিন ছুটছে, ঠিক পাগলের মত।....হীরেনবাবু তার একটি উদাহরণ....।

সবিতা। সত্যি?

অতনু। অদ্ভুত সাধনা।....ওঁদের সংসারে মাত্র তিনটি প্রাণী। হীরেন বাবু, তাঁর মেয়ে, আর একটি ছোকরা চাকর।

সবিতা। হীরেনবাবুর স্ত্রী নেই, মারা গেছেন, তাই।

অতনু। তাই বলে সব সময় ওই বই আর রেখা?

সবিতা। [কৌতূহলে] সব সময়....? তাই নাকি?

অতনু। আবছা অন্ধকার একটা ঘর, জানলা কপাট সব বন্ধ। মেঝেতে একটা সতরঞ্চি মেলা। তারই ওপর বইয়ের রাশি আর নিজে।

সবিতা। অদ্ভুত।

অতনু। জ্যোতিষশাস্ত্রে শিশুর মতন বিশ্বাস। বলেন, জীবনের প্রত্যেকটি নিশ্বাস যেমন সত্য, জ্যোতিষশাস্ত্রও নাকি ঠিক তেমনি। সমস্ত অতীত আর ভবিষ্যৎ নাকি তাঁর নখদর্পণে।

সবিতা। [যেন ক্ষীণ ভয়ের সংগে] হ্যাঁ....?

অতনু। কি ভাবছ?

সবিতা। কই, কিছু না তো!

অতনু। মা, তুমি জ্যোতিষ বিশ্বাস কর?

সবিতা। [নিজেকে ঠকাইয়া] মোটেই না। বরং করি ঘৃণা। একটা ভ্রান্ত ধারণা।

[পাশের ঘরে অর্গানের সুর]

অতনু। [অন্যমনস্কভাবে] কে?

সবিতা। নন্দা!

অতনু। ও। ভেবেছিলুম স্বস্তি। বোসেদের মাসিমা আসবেন না?

সবিতা। কে? রমাদি? এবার আসবে। তার ত আগেই আসার কথা।

অতনু। আর স্বস্তি?

সবিতা। সে-ও। মাসিকে ছেড়ে সে কবে থাকে একলাটি? মা-মরা আদুরে মেয়ে—

[আবার অর্গানের সুর]

অতনু। বাই। একটা গানে সুর দিতে হবে আমার।

সবিতা। গান?

অতনু। [মৃদু হাসিয়া] দাদার জন্মদিনে আমাদের অভিনন্দন।

[অতনু বাহির হইয়া গেল। সোমনাথ বাবু আসিলেন; কাপড় ছাড়িয়া তিনি বিলিতি পোশাক পরিয়াছেন। এখনো গলাবন্ধ বাঁধিতে ব্যস্ত।]

সোম। ওরে, গাড়িটা বের করতে বল। জিনিষপত্তর সব গাড়িতে তুলে দে।

[আয়নায় নিজেকে দেখিলেন]

সবিতা। এখুনি যাবে?

সোম। [গলাবন্ধ বাঁধা হইয়া গিয়াছে] হ্যাঁ, রমাদি আসবেন, সব সামলে নিও। তুমি ত ওসব দিকে খুব ওস্তাদ। একবার আফিসে যাব। তারপর ওখান থেকে সটান স্টেশনে।

[হঠাৎ ঘরে ঢুকিল অতনু। মুখে-আতংক।]

অতনু। [চশমা খুলিয়া] মা!

সবিতা। কি?

অতনু। [ব্যগ্রভাবে] দেখো ত মা, আমার চোখের পাশে কি হয়েছে। নন্দা দেখলে। খুব ফুলেছে নাকি। সেই ছোটো বেলায় যেমনটি হয়েছিল....যখন ইস্কুলে পড়তাম।

সবিতা। [সভয়ে] কই দেখি।

[অতনু আগাইয়া আসিল। সবিতা দেখিতে লাগিলেন।]

সোম। [তিনিও ভয় পাইয়াছেন] কি হল?

[সবিতা অর্থপূর্ণভাবে সোমনাথের দিকে তাকাইলেন। সোমনাথের মুখখানা ছাইএর মত শাদা হইয়া গেল]

সোম: [জড়িতভাবে] ও কিছু না! কিছু না!

অতনু। বেশ ফুলেছে। কি হবে?

[আয়নায় দেখিল, পরে বাহির হইয়া গেল। সোমনাথ নতমুখে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। একবার কপালটাকে দুইহাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন ' যেন সেখানে একটা তীব্র যন্ত্রণা।]

সোম। হুঁ। আমিও ভেবেছিলুম। তাই। ইস্, কি হবে? আবার সেই রোগ? এখনও সারেনি তবে?

সবিতা। কি লজ্জা। ছি ছি!

সোম। [বিরক্তির সংগ] চুপ কর।

[তিনি একমুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিলেন। শোফার আসিয়া সেলাম জানাইল। সোমনাথ চিন্তিত গতিতে বাহির হইয়া গেলেন। সবিতা বসিয়া পড়িলেন। ভারি ক্লান্ত, ভীত। ঘরে ঢুকিল শান্তনু। সুসজ্জিত; নিজের কাপড় জামা ঠিক নিখুঁতভাবে পরা হইয়াছে কিনা দেখিতে ব্যস্ত। ভারি হাল্কা সে। অতনুর সংগে চেহারার মিল নাই এতোটুকু। বরং বিপরীতার্থক। বাহিরে মোটর ছাড়িবার শব্দ।]

শান্তনু। [একরকম বাহির হইতেই] মা! মা! [ঘরে ঢুকিয়া মার পাশে আসিল] এই যে তুমি। সারা বাড়িময় খুঁজে মরছি।

সবিতা। কেন? কোথা যাবি এখন?

শান্তনু। বেরুব একটু।

সবিতা। [প্রতিবাদ ও বিস্ময়ে] কেন?

শান্তনু। কাজ আছে!

সবিতা। [রাগিয়া গিয়া] কাজ? আচ্ছা, তোরা কি আমায় পাগল ক'রে দিবি?

শান্তনু। কেন? কি হল আবার?

সবিতা। ছটা বাজল। এখুনি আসবেন সবাই। তুমি চললে

বাইরে, তিনি চললেন বয়ে। এমন ক'রে সবাইকে ডেকে অপমান না করলেই হত!

শান্তনু। বয়ে গেল কে? বাবা বুঝি?

সবিতা। হঁ্যা।

শান্তনু। পড়তে পড়তে খেয়াল ছিল না। কিন্তু যেতেই হবে একবার। নইলে নিমু রাগ করবে যে?

সবিতা। কেন? নিমুকে কি বলিসনি?

[দোরের পর্দা নড়িল। শান্তনু সেই দোলায়মান পর্দার দিকে তাকাইয়া হো: হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

শান্তনু। দেখলে মা? নির্মলের নাম করতে নির্জীব পর্দাটা পর্যন্ত নড়ে উঠেছে। এবাড়ির সংগে নিমুর নামের কি অদ্ভুত সম্বন্ধ। দেখ না, পর্দাটা এবার কথাও কইবে হয়ত।

[নন্দা পর্দার অবকাশে মুখ বাহির করিল]

নন্দা। কইবেই ত। লোকজন আসবেন, তোমার এখন বাইরে যাওয়ার অর্থ?

শান্তনু। অর্থ আর কিছুই না। না গেলে আজ সারাটি রাত কুমারী নন্দরাণীর ঘুম হবে না। হয়ত বা কেঁদেও ফেলবেন দু'একবার। অর্থাৎ, নির্মলকুমার আসবেন না।

[নন্দা কৃত্রিম রাগে পর্দার অন্তরালে গেল।]

সবিতা। আসবে না কেন?

শান্তনু। তোমার ঐ কন্যারত্নটি ঝগড়া করেছেন। ঝগড়া করলে ত হোতো না কিছুই। এখন আবার এসে খোসামোদী হচ্ছে....ডেকে আন তাকে....সে রাগ ক'রে গেছে....ইত্যাদি....ইত্যাদি।

[শান্তনুর মুখে দুষ্টুমির হাসি, নন্দার সুন্দর মুখখানা আবার বাহিরে আসিল।]

নন্দা। কক্‌খনো না! ইচ্ছে হয়, তিনি আসবেন। না হয়, না আসবেন। তোমার বন্ধু। তাতে আমার কি? খবরদার বলছি, ওকে নিয়ে আমায় ক্ষেপাতে পাবে না কিন্তু। ভারি বিশ্রী লাগে।

[আবার পর্দার অন্তরালে অন্তর্ধান।]

শান্তনু। কিন্তু খুব বেশিদিন বিশ্রী লাগবে তো মনে হচ্ছে না।

[নন্দার মুখ বাহিরে আসিল। দেহেরও খানিকটা।]

নন্দা। না, লাগবে না! জান, কি অসভ্য ও?

সবিতা। কেন, করেছে কি?

নন্দা। কালচার ব'লে ত কিছু নেই। আজকাল আবার কেউ উল্কি পরে?

সবিতা। [হাসিয়া] ও, এই কথা? তাতে দোষ কি!

শান্তনু। তা ছাড়া, সে ত সেই শিশুকালে।

নন্দা। কিন্তু এখন ত আর তিনি সেই শিশুটি নেই! কিন্তু রয়ে গেলো উল্কির দাগটা।

শান্তনু। কিন্তু এখন তো নিরুপায়।

নন্দা। না, উপায়টা জানিয়ে দিয়েছি অনেক আগেই। আমি হ'লে কেটেও তুলে দিতুম। ইস্, কি বিশ্রী! হাতে উল্কি দিয়ে নাম লিখেছে!

[নন্দা আবার পর্দার আড়ালে গেল।]

শান্তনু। তবু না গিয়ে উপায় নেই।

[শান্তনু বাহিরে যাইতেছিল, ঘরে ঢুকিল একটি মেয়ে। তাহার পিছনে চৌকাঠের ওদিক হইতে উঁকি দিল একটি ভৃত্যের মুখ।]

মুখ। যাই দিদিমণি?

[মেয়েটি শান্তা ।]

শান্তা। যা।

সবিতা। এসেছ মা ?

শান্তনু। নমস্কার। আপনি....[মাকে লুকাইয়া একটু হাসিল]

সবিতা। ও হীরেনবাবুর মেয়ে শান্তা।

শান্তনু। জানি।

[শান্তা যেন একটু লজ্জা পাইল।]

সবিতা। আলাপ হয়েছে বুঝি ?

শান্তনু। হ্যাঁ ? আমার জানলা ওঁর জানলার ঠিক সমুখেই. তাই হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল।

সবিতা। বেশ। এখন চট্ ক'রে ফিরে আয় দেখি।

শান্তনু। এই এলুম ব'লে।

[শান্তনু বাহিরে গেল।]

সবিতা। বোসো মা। বাবা আসবেন কখন ?

শান্তা। তা'ত বলতে পারিনে। বড় খামখেয়ালী। হয়ত এলেন, হয়ত এলেন না।

সবিতা। এখনও বুঝি সেই রেখা আর বই ?

শান্তা। এইমাত্র বেড়াতে বেরুলেন। ওঁকে নিয়েই ত আমার যত ভাবনা আর ভয়। এই মেঘ উঠেছে, হয়ত ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে এসে পৌঁছবেন। একটি বদ্ধ পাগল।

সবিতা। [সভয়ে] মেঘ উঠেছে ?

শান্তা। বেশ কালো থমথমে মেঘ।

[এমন সময় কক্ষে ঢুকিলেন একটি স্থূলদেহী প্রৌঢ়া। সংগে একটি তরুণী। কুমারী। প্রৌঢ়াটি রমা দেবী, আর তরুণী....স্বস্তি। রমা

দেবীর পরণে পাড়ছীন সাদা ফিনফিনে শাড়ী। অন্তর্বাস স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। স্বস্তির হাতে একরাশি ফুল। রমা হাতপাখা নাড়িতেছিলেন। এবার গজগমনে গিয়া একটি চেয়ার দখল করিলেন। মাথার উপরের চলন্ত পাখার দিকে চাহিয়া বিরক্ত হইলেন।]

রমা। উ! কি গরম! তোদের এই ফ্যানটা যদি একটুকুও বাতাস দেয়।

সবিতা। মেঘ করেছে নাকি?

রমা। হ্যাঁ।

স্বস্তি। অতনুদা কই মাসীমা?

সবিতা। বোধ করি, পাশের ঘরে।

[স্বস্তি হাল্কা পায়ে বাহিরে গেল। ঘরের মধ্যে এক মুহূর্ত নীরবতা।]

রমা। তুই কি ভাবছিস বল ত? এ মেয়েটি কে?

সবিতা। শান্তা। পাশের বাড়ির।

রমা। অ।

[বিপরীত পাশ দিয়া ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিল অতনু]

অতনু। স্বস্তি কই মাসীমা?

রমা। তোকে খুঁজেই ত পাশের ঘরে গেল।

অতনু। [শান্তাকে দেখিয়া] আপনি....

সবিতা। শান্তা।

অতনু। আপনাকে দেখতে পেলুম না, নইলে নিজেই বলে আসতুম।

শান্তা। বাবাকে ত ব'লে এসেছিলেন।

[ঘরে ঢুকিল নন্দা। বাহিরে মোটরের শব্দ।]

নন্দা। [শান্তার কাছে গিয়া] এস ভাই, তোমার সংগে স্বস্তিদির আলাপ করিয়ে দি।

[নন্দা, শান্তা ও অতনু বাহিরে গেল।]

রমা। সোমনাথবাবু কই ?

সবিতা। ও বম্বে যাচ্ছে।

রমা। সে কি ? গেল বছরও যেন কি জরুরি কাজে বাইরে গেল, তাই না ? তার আগের বছরও....

সবিতা। নাকি অত্যন্ত জরুরী কাজ। ব্যাংকের কি সব।

[বাহিরে পুনরায় মোটর থামার শব্দ। আবার অতনু ব্যগ্রভাবে ঢুকিল।]

অতনু। মা, অতীনবাবু....

সবিতা। কই ?

[ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।]

অতনু। দালানে বসিয়েছি।

[অতনু গেল, ঘরে ঢুকিল নন্দা। ব্যস্ত বিব্রত, ত্বরিত।]

নন্দা। মা, সান্ত্বনাদি।

রমা। ওর ছেলেপুলে ?

নন্দা। সবাই। সমীরবাবুরাও

[সবিতা ব্যস্তভাবে ছুটিলেন। যাওয়ার সময় থামিয়া দোরের পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া]

সবিতা। তুমিও এস রমাদি।

রমা। আর পারিনে বাপু। ওঃ। [চেষ্টা করিয়া উঠিলেন ও বাহিরে গেলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নন্দাও ছুটিল।]

পাশের ঘরে

[কথা কহিতে কহিতে স্বস্তি ও অতনু প্রবেশ করিল।]

অতনু। [অনুযোগের সুরে] এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায় স্বস্তি।

স্বস্তি। [ঘাড় বাঁকাইয়া] কেন ?

অতনু। আজ দাদার জন্মতিথি। তার জন্মমূহূর্তকে অভিনন্দিত করব না আমরা ?

স্বস্তি। তাই নিয়ে এসেছি একরাশ ফুল।

অতনু। আমি কিন্তু লিখেছি একটা গান। যদিও সে গান তুমি ভিন্ন একেবারে পংগু। প্রাণহীন বলতে পারো। চল না, লক্ষ্মিটি, একবার গাইবে।

স্বস্তি। যে গানটা কাল তোমার খাতায় দেখেছিলুম ?

অতনু। চুরি ক'রে ?

স্বস্তি। চুরি হলে ভারি কষ্ট হয়, না ?

অতনু। [হাসিয়া] না সব সময় নয়। সময় বিশেষে, চোর বিশেষে, বস্তু বিশেষে। এই যেমন ধরো, মন। চুরি গেলেই লাভ। অবশ্য চোরটি যদি মনের মতন হয়।

স্বস্তি। অর্থাৎ সোজা কথায়, চোরের ওপর যদি বাটপাড়ি চলে।.... আমি গানটাতে সুর দিয়েছি। ইচ্ছে ছিল, তোমায় না জানিয়েই গাইব সবার সামনে। তুমি শুনে অবাক হবে। সেটি আর হোলো না।

অতনু। [আবদারের সুরে] চল গাইবে, ঐ পাশের ঘরে।

স্বস্তি। বেশ, তুমি এখানে থাকো। চুপটি ক'রে বসে !

অতনু। কেন ?

স্বস্তি। [ঈষৎ হাসিয়া কবিত্ব করার সুরে] আমি গাইব পাশের ঘরে গিয়ে, আর এখানে বসে-বসে শুনবে তুমি। গানের সুরে ভেসে আসবে তন্দ্রার মতন অস্পষ্ট হয়ে : তুমি শুনবে আর ভাববে, কে যেন কোন দূরদেশে বসে গাইছে। তাকে তুমি চেন, হয়ত চেন না। বেশ হবে সে।

অতনু। কবি হয়ে উঠছ দেখছি।

স্বস্তি। সংগদোষে। অপরাধ নিও না। বোসো এখানে।

[বাহিরে গেল। অতনু একটা সোফায় বসিয়া রহিল। একটু বাদেই ভাসিয়া আসিল স্বস্তির গানের সুর।]

শুভময় যে পলকে এলে তুমি,
মহাকালের অলকে ঝলকে
আলোক তার চুমি'....
চুমি ধরণীর ধূলি, জীবনের পথ,
যায় চলি, যায় তার আলোকের রথ,
পেছনে পড়ে রয় অতীত শুধু—
পতিত-সে পায়ে-দলা পথভূমি।
শুভময় যে পলকে এলে তুমি।

[গান শেষ হইতেই স্বস্তি ছুটিয়া আসিল, তাহার মুখে স্বচ্ছ হাসি ও গৌরব]

অতনু। [আনন্দের আতিশয্যে] বেশ হবে! হ্যাঁ, সবাই নাকি তোমার নাচ দেখতে চেয়েছেন?

স্বস্তি। মাসিমার যত বাড়াবাড়ি। সবার কাছে গল্প ক'রে বেড়াবেন, আমি নাকি নাচতে পারি। একটা বদভ্যাস। না নাচলেও আবার অভিমান।

অতনু। নাচবে বই কি। অন্তুতপক্ষে আজকের দিনটিতে। দাদা তোমার নাচের কত সুখ্যাতি করে।

স্বস্তি। [ঈষৎ হাসিয়া] তাইত লজ্জা করে আরো বেশি।

[হঠাৎ স্বস্তি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

অতনু। হাসছ যে?

স্বস্তি। তোমায় একটা কথা বলা হয়নি।

অতনু। কি ?

স্বস্তি। [আদেশ দেওয়ার কৃত্রিম সুরে] আর আমায় নাম ধ'রে ডাকতে পাবে না কিন্তু।

অতনু। কেন ?

স্বস্তি। বৌদি হচ্ছি।

অতনু। [যেন ছোটো ছেলে ভূতের গল্প শুনিতেছে] বৌদি ?

স্বস্তি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার দাদার সংগে আমার বিয়ে।

[মুখ টিপিয়া হাসিল]

অতনু। মানে ?

স্বস্তি। বিয়ের মানে বোঝ না ? কচি খোকা !

[আবার হাসি]

অতনু। ঠাট্টা রাখো।

[অতনু জামার পকেটে হাত দিল। দাঁত দিয়া নিচের ঠোঁট চাপিল। পরে হাত দিয়া পকেট হইতে একটুকরা কাগজ লইয়া মুচড়াইল, অন্যমনস্কভাবে।]

স্বস্তি। ও কি করছ ? ওতে তোমার দাদার জন্মতিথির গান লেখা রয়েছে যে ! ছি ছি !

অতনু। [বিরক্তির সংগে] থাক। [কাগজটাকে ফেলিয়া দিয়া] কিন্তু....

[হঠাৎ শক্তির উত্তেজনায়]

না....এ বিয়ে আমি হতে দেব না ! কোনোমতেই হতে দেব না !

[ঘরের অন্তপ্রান্তের দিকে আগাইয়া গেল।]

স্বস্তি। [অতনুর অদৃশ্যে একটু হাসিয়া লইল] তাতে তোমার লাভ ?

অতনু। [হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল, যেন চাবুক খাইয়া] মানুষের বেঁচে থেকে কি লাভ বলতে পারে ?

স্বস্তি। [ভ্রূ নাচাইয়া] কিন্তু আমার বিয়ের সংগে তোমার বেঁচে থাকার কি সম্বন্ধ শুনি? দি রিলেটিভিটি....[অর্থপূর্ণ হাসি]

অতনু। রাতদিন যা শুনে এসেছ, তা না জানার ভান কোরো না। ওকি! তুমি হাসছ?

স্বস্তি। উত্তম। গম্ভীর হয়েছি। এবার ব্যাপারটা বলি শোনো। কাল মাসিমার কাছে শুনলাম, তোমার দাদার সংগে আমার বিয়ে হয়, এ সবার ইচ্ছে। শুনেই ভাবতে শুরু করেছি, কার কাছে নিজেকে ফুরিয়ে দিয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ। হয়ত ভালবাসি না তাঁকে। কিন্তু ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কারণ, সেখানে মোহ একটু বেশি। [হাসিল]

অতনু। সত্যি?

স্বস্তি। কি জানি।

অতনু। [রাগিয়া গিয়া] মোহটাই বড় হোলো তোমার কাছে?

স্বস্তি। নিশ্চয়! সমস্ত আকর্ষণের পেছনেই কি মোহ নেই? না অতনুদা, সে মোহকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার কি মনে হয় জানো? তোমাকে অত্যন্ত বেশি চিনি। আর তুমি যে আমায় ভালোবাসো, তাও আমার অজানা নেই। তাই তোমার ভালোবাসা পেয়েও জয়ের আনন্দ পাই না।

অতনু। ভালোবাসা কি শুধু জয়?

স্বস্তি। [কৃত্রিম তর্কের ভংগিতে] আমার ত তাই মনে হয়। যে কথাগুলো বুঝতে পারে না সবাই, আবার অনেকে বুঝেও বলতে সাহস পায় না, একথাটি সেগুলিরই একটি। কিন্তু আমি যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করি, তা জোর গলায় বলতে লজ্জা করি না। বিশেষত, তোমার কাছে। আশৈশব যাকে সব কথাই বলে এসেছি, জীবনের এতবড়ো কথাটা

২

তার কাছে লুকিয়ে লাভ কি? তাঁকে আমি বেশি চিনি না। তাই বুঝি তাঁর জন্মে কেমন একটা ঔৎসুক্য আছে মনে-মনে।

অতনু। কিন্তু সেটা ভালোবাসা নয়। দুটি দিনে ঔৎসুক্য যাবে চুকে, বিস্ময় যাবে ফুরিয়ে, তখন শুধু মুহূর্তের ভুলটাই হয়ে উঠবে বোঝা।

স্বস্তি। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? এ যেন একটা ভ্রমণকাহিনী। একটি ঘর, আজন্ম সেখানে বাসা বেঁধেছিলুম। তবু বিদেশ দেখতে মন চায়। মনে হয়, অজানা এক সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ভুলে যাই চির-আদরের পরিচিত সেই ঘরখানিকে।

অতনু। খেয়াল।

স্বস্তি। কিন্তু খেয়ালই ত জীবন। [ভোলার আবির্ভাব।]

ভোলা। [লজ্জায় কাঁচুমাচু হইয়া] দাদামণি····এজ্ঞে দিদিমণি····মা আপনাদের ডাকতেছেন।

[স্বস্তি একরকম ছুটিয়াই চলিয়া গেল। পিছনে-পিছনে ছুটিল ভোলা। অতনু এক মুহূর্ত কি ভাবিল। পরে ফেলিয়া দেওয়া কাগজখানি কুড়াইয়া লইয়া বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। নিরুৎসাহ, আহত।]

অন্য ঘরে

[সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনীভূত হইতেছিল। এতক্ষণে তাহা চরম অবস্থায় আসিয়াছে। পূর্ব দিকের দোর দিয়া ওপাশের বারান্দার আলোর একটা রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোনো আলো নাই।

একটি অস্পষ্ট মূর্তি ঘরে ঢুকিল। হাতে কয়েকটি মোড়ক ও শিশি। সেগুলি একটি টেবিলের উপর পৌঁছিল। ঘরের আলো জ্বলিয়া উঠিল। সোমনাথ চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সুইচের পাশেই সবিতা।]

সবিতা। কি ?

সোম। বলছি। দোরটা বন্ধ ক'রে দাও।

সবিতা। যাচ্ছ না ?

[হাতের পাশের দোরটা বন্ধ করিলেন।]

সোম। না।

[তাঁহার পাশের দরজাটি বন্দ করিলেন।]

আপিসে গিয়ে দেখলুম, তার এসেছে। যাওয়ার আর প্রয়োজন হবে না।

সবিতা। কি এসব ?

সোম। ওষুধ।

সবিতা। কার ?

সোম। অতনুর। [ফিসফিস্ করিয়া] লেবেলগুলো ছিঁড়ে দাও। আমি ডাক্তারখানা থেকে আসছি। একটা কোর্স ইনজেক্সন্ দিতে হবে ওকে। অতনুকে রোগের কথা কিছু জানাতে নিষেধ করেছি ডক্টর দত্তকে। আপাতত এই ওষুধ কটা।....অসুখটা আবার দেখা দিল কি ক'রে বল ত ? সেই ছোটো-বেলায়....তারপর যখন ইস্কুলে পড়ে....আবার এতদিন বাদে....

[সবিতা লেবেল তুলিবার চেষ্টা করিলেন।]

সোম। অমন ক'রে পারবে না। [চাপা গলায়] একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে তুলে দাও। যেন ঘুণাক্ষরেও না বুঝতে পারে।

সবিতা। সে আমি করছি।

সোম। এবার বুঝি আর লুকানো গেল না। [অত্যন্ত অন্তরংগ ভাবে] কি লজ্জা ! সত্যি, আমি ওর কাছে মুখ দেখাবো কি ক'রে ? সে যে আমাকে দেবতার মতো ভক্তি করে !

[সোমনাথ দুর্বলভাবে বসিয়া পড়িলেন। বাহিরে মেঘের গর্জন ও ঝড়ের ঝাপট।]

সোম। কি দুর্যোগ!

[এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পরে ভীত ও আর্তকণ্ঠে]

সে আজ অবধি কোনোদিন সন্দেহ-ও করেনি।

সবিতা। [আলোচনা এড়াইবার ইচ্ছায়] চল, সবাই এসেছেন।

সোম। সবাই?

সবিতা। একলা হীরেনবাবু ছাড়া। ঝড় বৃষ্টি এল, আর হয়ত তিনি আসবেন না।

সোম। চলো।

[দুজনে দুদিকের দরজা দুটি খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সবিতার হাতে ওষুধ।

এক মুহূর্ত বাদে আসিল শান্তা। মুখে-চোখে চিন্তার চিহ্ন। এক পাশ দিয়া ঢুকিয়া অপর পাশের দিকে যাইতেছিল। সমুখে আসিল শান্তনু।]

শান্তনু। পালিয়ে এসে একলা কি করছ? ভিড় ভালো লাগে না বুঝি?

শান্তা। বাবার কথা ভাবছি। ঝড়বৃষ্টি এল, অথচ এখনো এলেন না। হয়ত কোথায় চুপচাপ বসে আছেন। খেয়াল নেই, জ্ঞান নেই, এমন মানুষ আমি দুনিয়ায় দেখিনি।

শান্তনু। হয়ত বাড়ি ফিরেছেন।

শান্তা। না। চাকরটা তবে আমায় নিতে আসত।

শান্তনু। নিতে এলেই চলে যাবে বুঝি।

শান্তা। বাবা হয়ত নিজ আসবেন। কত ক'রে ত বলে এসেছি। নিজে থেকেও আসবেন বলেছেন। তবে ভারি ভুলো।

শান্তনু। আচ্ছা, আশৈশব কি ওঁর একটা চোখ এমনি ছিল?

শান্তা। বাবার? না। দেখেননি মুখখানা কি বিশ্রী হয়ে গেছে? বছর সাত আট আগে, আমি তখন ছোটো, ভারি বসন্ত হয়। তাইতে চোখ গেল, রয়ে গেল মুখের বিশ্রী দাগগুলো। সে-বার ত উনি বাঁচতেন না। বাবা আজও মা'র কথা ভেবে কতবার চোখের জল মোছেন। তিনিই ওঁকে মৃত্যুর দোর থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন! বাবা বলেন, মা ছিলেন সাবিত্রী। নইলে যমের সংগে অমন লড়াই করে কার সাধ্যি! মা মরলেন তারপর। বাবাও অমনটি হয়ে গেলেন। তার আগে প্রকাণ্ড কারবার ছিল ওঁর। তখন থাকতুম পাটনায়। তারপর মা চলে গেলেন, দোকানপাট উঠল। উনি আমাকে সংগে নিয়েই বেরুলেন। সুরু হোলো এই যাযাবর জীবন। আজ এখানে, কাল ওখানে। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে কি দেখে বললেন, চ' শান্তা, কলকাতা যাই।

শান্তনু। কোথা ছিলে তখন?

শান্তা। কাশ্মীরে।....কলকাতা এলাম। আগে ছিলাম অন্য একটা বাসায়। তারপর একদিন সন্ধ্যেয় ফিরে বললেন, বাসা বদল করবো, এবাড়ি ভাল লাগছে না।

শান্তনু। তারপরই এখানে?

শান্তা। হ্যাঁ। এখানেও কবে তাঁর ভাল লাগবে না, সেদিন আবার চলে যাব।

শান্তনু। ভুলেও যাবে।

শান্তা। কে না যায়? আপনি কি ভুলবেন না?

শান্তনু। চেষ্টা করব;

শান্তা। [অদ্ভুতভাবে হাসিল] চেষ্টা করতে হয় না। ওটা মানুষের স্বভাব।

[এক মুহূর্ত উভয়ে নীরব। শান্তা ধীরে ধীরে জানালার পাশে গেল।]

শান্তা। [যেন প্রত্যেকটি জিনিষ অনুভব করিতেছে] কি বৃষ্টি....কি বিদ্যুৎ....কি ঝড়! আমার ত ভারি ভালো লাগে। বাবারও ভারি ভালো লাগে।

শান্তনু। [পাশে আসিয়া] আমার-ও।

[বাম দিকে দোরের পাশে আসিল স্বস্তি। নিশব্দে ও অলক্ষ্যে। শান্তনু ও শান্তাকে কয়েক মুহূর্ত দেখিল এবং দাঁত দিয়া নিচের ওষ্ঠে ঈষৎ দংশন করিয়াই চুপি-চুপি পলাইল।]

শান্তনু। শুধু মনে হয়, আমাদের যেন কোথায় একটা সম্বন্ধ রয়েছে। নাম দুটোতে-ও দেখো তারই আভাস। শান্তনু আর শান্তা। কে যেন ইচ্ছে ক'রেই রেখেছে।

শান্তা। যাই, ওঁরা হয়ত খুঁজছেন!

[শান্তা পলাইল। শান্তনু কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটা সোফায় বসিয়া পড়িল। পিছনে আসিল নির্মল।]

নির্মল। বসে বসে কি হচ্ছে বন্ধু?

শান্তনু। [সিগারেট ধরাইল ও নির্মলকে দিল] কিছু না।

নির্মল। স্বস্তি দেবীর চিন্তা?

শান্তনু। জগতে চিন্তনীয়া কি আর কেউ নেই? তা ছাড়া ওর কথাই বা ভাবতে যাব কেন?

নির্মল। তোর সংগে নাকি তার বিয়ে? দালানে রমামাসির কাছে শুনে এলুম। মা-বাবার মত আছে। বাকি শুধু তোর। আজ বলা হবে তোকে। বিয়ে করছিস তাহলে?

শান্তনু। স্বস্তিকে ? মোটেই না।

নির্মল। কিন্তু, সবাই যে....

শান্তনু। বিয়েটা ত সবাই করছেন না, করবো আমি। অতএব,.... হ্যাঁ আর একটা খবর শোন। যদি কোনোদিন বিয়ে করি....

নির্মল। একেবারে ভীষ্মের পণ ?

শান্তনু। রীতিমত। শান্তাকে ভিন্ন কাউকে না। সত্যি আমি তাকে ভালোবাসি নিমু !

নির্মল। ব্রাভো মাই বয় ! কিন্তু ভালোবাসাতে ভাই বড় কাঁটা। [ধোঁয়া ছাড়িয়া] ওটা যদি সিগারেটের ধোঁয়ার মত বুকের ভেতরে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসত, তা হলে কি চমৎকারই না হত !

শান্তনু। প্রয়োজন নেই।....হ্যাঁ, নন্দরাণীর সংবাদ ?

নির্মল। পাত্তা নেই।

শান্তনু। তুই একটি গর্দভ। ওকে একটা প্রচণ্ড রকমের শাস্তি দেওয়া দরকার।

নির্মল। কারণ ?

শান্তনু। অপমান করেছে। তোকে, আমাকে, আমাদের বন্ধুত্বকে।

নির্মল। মান-অপমানের কি বোঝে ও ? শুধু খেয়াল। যদি একরত্তি বিবেচনাও থাকত !

শান্তনু। তুই-ই ত আস্কারা দিস।

নির্মল। কারণ, ওর খেয়াল নিয়েই বেড়েছি আমি। ইস্কুলে পড়তুম, ও ছিল এতটুকু ; একদিন বললে, লজেঞ্চ এনে দাও !

শান্তনু। এখনো মনে আছে দেখছি।

নির্মল। বললুম, পয়সা নেই। বললে, চুরি ক'রে নিয়ে এস।

শান্তনু। সত্যি ! ছোটো বেলায় তুই কি বোকাই না ছিলি।

নির্মল। গেলুম চুরি করতে। পড়লুম ধরা। সে-ও হয়েছিল ওর খেয়ালে। আজ হাতের উল্কি দেখে ও শিউরে ওঠে, তা-ও ওর খেয়াল।

শান্তনু। এই যে লীলাময়ী এসেছেন। [নন্দা ঘরে ঢুকিয়া নির্মলকে দেখিয়াই চলিয়া যাইতেছিল।] পালাচ্ছিস যে বড়ো?

নন্দা। [ফিরিয়া দাঁড়াইল] হীরেনবাবু এসেছেন

শান্তনু। [উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল] এসেছেন?

নন্দা। কি অদ্ভুত লোক! যেমন ভয়ংকর চেহারা, তেমনি ভয়ংকর আচার-ব্যবহার। একেবারে ভিজে শপশপে, মুখখানা কি গম্ভীর, একটা চোখ কাণা। বাকিটা দপদপ ক'রে জলছে। যেন দুটোই একসংগে!.... কাপড় ছাড়তে বললেন মা, কোনো উত্তর না দিয়েই গম্ভীরভাবে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। মা বাবা নমস্কার ক'রে কথা কইলেন। তিনি একটা কথাও পর্যন্ত কইলেন না উত্তরে। নমস্কারের তো বালাই নেই-ই।

নির্মল। অদ্ভুত!

নন্দা। পরে শান্তা পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে গা-হাত মুছিয়ে দিলে।

শান্তনু। তারপর?

নন্দা। একটু বাদেই বলেন, চলে যাব।

শান্তানু। সত্যি অদ্ভুত তো! চল নিমু, দেখিগে।

[নন্দা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পিছনে শান্তনু ও নির্মল। বিপরীত দিক দিয়া চুপি চুপি ঢুকিল স্বস্তি। ধীরে ধীরে খোলা জানালার পাশে গেল। তেমনি ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ। একটু বাদেই অতনু আসিল।]

অতনু। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?

স্বস্তি। [আবদারের সংগে] এস না, দাঁড়াই। বেশ লাগছে।

[অতনু পাশে গেল।]

অতনু। আমার কিন্তু ভালো লাগে না। পালিয়ে এস, ঠাণ্ডা লেগে যদি সর্দি করে?

স্বস্তি। কিন্তু ওদের ত ভালো লাগে।

অতনু। কাদের কথা বলছ?

স্বস্তি। [হাসিয়া] কারো না: এই ঝড় বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগে।

অতনু। কি সব বাজে বকছ?

স্বস্তি। বাজে বকতে বেশ লাগছে। তুমিও বকো না। ঝড়বৃষ্টির রাতে আমরা দুজন এমনি দাঁড়িয়ে থাকবো। আমি মেঘের ডাক শুনে ভয়ে উঠবো শিউরে, আর তুমি আমায় সাহস দিয়ে জাগিয়ে তুলবে।

[স্বস্তির কণ্ঠে কবিত্বের রেশ]

অতনু। ঠাণ্ডা লাগবে। অসুখ করবে। পালিয়ে এস।

স্বস্তি। অসুখ? [হাসিল] মরতে তুমি ভয় পাও? আমি পাইনে। মা বাবাকে ভালোবাসতো। একদিন বাবার ওপর অভিমান করে আত্মহত্যা করলো....অতি সামান্য কারণে। আমি ত তার-ই মেয়ে! আমার মরতে ভয়!

অতনু। এ তোমার কি হল স্বস্তি?

স্বস্তি। কিছু না।

অতনু। চল, ওঘরে।

স্বস্তি। [হঠাৎ যেন একটা উপায় মিলিয়াছে] হ্যাঁ, তাই চলো।

বারান্দায়

[রেলিঙের পাশে দাঁড়াইয়া আছে নন্দা আর নির্মল, ঝরঝর করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ অন্ধকার, মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের আলো।]

নন্দা। [তীব্রভাবে ঘাড় দোলাইয়া] শুনব আবার কি?

নির্মল। নন্দা! তুমি রাগ করেছিলে সেদিন আমার হাতের উল্কি দেখে। সত্যি, ওটা ভারি কদর্য। দেখ, হাতে আর উল্কি নেই।

নন্দা। হুঁ, নেই! [দেখিয়া ভয় পাইল] ওকি! ব্যাণ্ডেজ কেন?

নির্মল। [হাসিয়া ব্যাণ্ডেজ খুলিতে খুলিতে] সমস্ত কালির দাগটা পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এখন আছে কেবল পোড়ার দাগ। আর একটু ঘা।

নন্দা। পুড়িয়েছ? উঃ! কি নিষ্ঠুর তুমি! নিজের ওপরেও ত মানুষের দয়ামায়া থাকে!

নির্মল। [হাসিয়া] নিজের প্রতি দয়ামায়া আমার নেই।

নন্দা। কি দিয়ে পোড়ালে?

নির্মল। [হাসিয়া] এসিড দিয়ে। ভয় নেই, মরব না।

নন্দা। [উদ্গত কান্নায়] কিন্তু কেন পোড়ালে তুমি?

নির্মল। তোমার ভালো লাগ তনা যে।

নন্দা। মিছে কথা! মিছে কথা! কেন এমন করলে তুমি?

[নন্দা কাঁদিয়াফেলিল।]

নির্মল। ছি! ওকি করছ!

নন্দা। [কাঁদিতে কাঁদিতে] তোমরা আমায় কি ভাবো বলত?

[নন্দা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইল।]

নির্মল। নন্দা! নন্দা!

[বোকার মতন অনুসরণ করিল]

হলের পাশের বারান্দায়

[চোরের মত ঢুকিলেন হীরেনবাবু। দীর্ঘ বিপুল চেহারা। মুখে চাপ-দাড়ি। অস্পষ্ট উত্তেজনায় পায়চারি করিলেন কয়েক মুহূর্ত। পরে

ক্লান্তভাবে একটা ডেকচেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঘরে ঢুকিল শান্তা। সে যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।]

শান্তা। [হীরেনবাবুকে দেখিয়া কাতরভাবে] বাবা?

হীরেন! [চমকিত হইয়া] শান্তা?

শান্তা। তুমি যে কি! অমন ক'রে পালিয়ে এলে কেন? কাউকে কিছু না ব'লে? ওঁরা কি ভাবছেন বল ত?

হীরেন। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন] আমার এ ভাল লাগে না শান্তা! জানিনে, কেন। কিন্তু....অসহ্য। আমি যেন হাঁপিয়ে উঠছি। এখুনি চলে যাব....এখুনি! তুই-ও চল্।

শান্তা। ছি ছি। পাগলের মত কি যে বকো। তাও কি হয়? ওঁরা কি ভাববেন!

হীরেন। না না না! এ আমার ভাল লাগে না! ভালো লাগে না!

[পায়চারি করিতে লাগিলেন। ছুটিয়া ঘরে ঢুকিলেন সবিতা।]

সবিতা। [সৌজন্যের সহিত] আপনি চ'লে এলেন যে? [শান্তাকে] চল মা, ওঁকে নিয়ে চল।

[হীরেনবাবু সবিতার মুখের দিকে তাকাইলেন। দৃষ্টিতে অদ্ভুত তীব্রতা। সবিতা শিহরিয়া মাথা নত করিলেন। হীরেনবাবু চোখ ফিরাইয়া লইলেন মুহূর্তে।]

হীরেন। [নিজেকে সংযত করিয়া] না না, আমি চলে যাব। আমার শরীর খারাপ!

[ছুটিয়া ঘরে ঢুকিলেন সোমনাথ]

সোম। আপনি চলে এলেন যে? আমাদের কি কোন ত্রুটি হোলো?

[হীরেনবাবুর উত্তর দেওয়ার পূর্বেই রমা দেবী সাধ্যমত ত্বরিতে

ঢুকিলেন। পিছনে স্বস্তি। তাহার পিছনে নন্দা, নির্মল, শান্তনু, অতনু। দোরের পাশে আরও কয়েকজন মেয়ের মুখ দেখা গেল।]

রমা। আপনি....

[সবার মুখে-চোখে একই প্রশ্ন]

হীরেন। না না, আমায় যেতেই হবে। আমার অনেক কাজ আছে।

রমা। কিন্তু আমরা আপনার কাছে আজ দু'একটা কথা জানব আশা করেছিলুম।

সবিতা। থাক। ওঁর শরীর খারাপ।

[হীরেনবাবু সবিতার কথা লক্ষ্য করিয়া যেন কি একটা অর্থ আবিষ্কার করিলেন।]

হীরেন। [স্বেচ্ছায়] কি জানতে চান?

রমা। আপনি নামকরা একজন পামিস্ট। আজ যার জন্মদিন, তার ভাবী জীবনের দু' একটা ইংগিত কি আমরা পেতে পারি না?

[হীরেনবাবু প্রথমে কোনো উত্তর দিলেন না। যেন কি ভাবিলেন। পরে....]

হীরেন। বেশ ত। কই হাত?

[সবার মুখে আনন্দ ও ঔৎসুক্য। কিন্তু সবিতা মুহ্যমান। সোমনাথ নিজেকে তাজা করিতে চেষ্টা করিতেছেন।]

রমা। কই বাবা শান্তনু, হাত দেখাও।

শান্তনু। [হাসিয়া] দেখুন।

[একবার মৃদু হাসিতে শান্তার দিকে চাহিল। হীরেনবাবু হাতখানা হাতে লইয়া একবার শান্তনুর দিকে চাহিলেন। নীচের ঠোঁট ও চোখ একটু নড়িল। হাত দেখা শুরু করিলেন। পরে হাত ছাড়িয়া দিয়া

ব্যগ্র চোখগুলির দিকে তাকাইলেন। তাঁহার মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। অশুভ, বীভৎস। সকলে যেন ভয় পাইল। সকলের ওষ্ঠে জিজ্ঞাসা।]

রমা। কি দেখলেন?

হীরেন। কিছু না।

[সবিতা মাথা নত করিলেন। সোমনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। হীরেনবাবু নীরব। মুখের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়াছে।]

হীরেন। [বিদ্রূপে] মানুষের উৎসব শুধু ছল! দুঃখগ্লানিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা!

সোম। [যেন আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন] ছল?

[সবিতার মাথা আরও নত হইল।]

হীরেন। হুঁ! [শুধরাইয়া লইয়া] ভাগ্যের ছলনাও বলতে পারেন।

রমা। কেন? কি হয়েছে?

হীরেন। যার জন্মদিনে এত উৎসব, সেই ছেলে....আয় শান্তা....

শান্তা। কি বাবা? সে ছেলে কি? বল, সোজা ক'রে বল!

রমা। [আতংকে] সেই ছেলে কি?

হীরেন। [পলকের জন্য আর্ত সবিতাকে একবার দেখিলেন, পরে শান্তার হাত ধরিয়া যাইতে যাইতে] সেই ছেলে একদিন মাকে খুন করবে।

সকলে। [বিস্ময় ও প্রতিবাদে] খুন?

শান্তনু। [উত্তেজিত হইয়া] মিছে কথা! মিছে কথা!!

[হীরেনবাবু তখন দোরের পাশে প্রস্থানোদ্যত। মুহূর্তের জন্য ফিরিলেন, মুখে বিদ্রূপের উৎকট হাসি।]

হীরেন। সত্য কথা! প্রতিশোধ!

[প্রতিশোধ শান্তনুর কি হীরেনবাবুর বোঝা গেল না।]

রমা। [দুর্বল গলায়] প্রতিশোধ!

[সবিতা মূর্ছিতের মত একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়াছেন। হীরেন-বাবু শান্তাকে টানিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।]

শান্তনু। [হীরেনবাবুর উদ্দেশে দোরের দিকে ছুটিয়া গেল] মিছে কথা!

[হঠাৎ মেঘ ডাকিল। শান্তনু চমকিয়া ঘরের ঠিক মাঝখানে আসিল।]

শান্তনু। [একরকম চীৎকার করিয়া] মিছে কথা মা! মিছে কথা।

[শান্তনু কোনো জবাব পাইল না। সারা ঘরখানা চকিত, মূক, বধির, মৃত।....]

দুই

[হীরেনবাবুদের বাড়ি, নীচের তলা, সমুখের হল। হলটি লম্বা, ডানপাশে একটি দোর। তাহার অবকাশে অদূরে সদর রাস্তা দেখা যায়। বাঁ দিকের দেওয়ালে একটি দরজা, বন্ধ। সোজাসুজি দেখা যায় হলের শেষ প্রান্ত। সেখানে সিঁড়ির শেষ অংশের রেলিংগুলি, হল্‌দে, চকচকে। সিঁড়িটি দ্বিতলগামী।

ডান দিক দিয়া ঢুকিল অতনু। ঘরের চারিদিকে তাকাইল। পরমুহূর্তে প্রায় ছুটিয়াই আসিল স্বস্তি। সে হাঁপাইতেছে।]

স্বস্তি। কি ছুটেই না এসেছি। উঃ!

অতনু। তুমি?

স্বস্তি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি। চিনতে পারছ না?

অতনু। কিন্তু, এই সকালে? এখানে?

স্বস্তি। তুমিও এই সকালে? এখানে?

অতনু। দাদার কথাটা....মানে....হীরেনবাবুকে....

স্বস্তি। তুমি বিশ্বাস কর?

অতনু। মোটেই না। আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি। তবু কিন্তু সারারাত মা আর বাবা ঘুমোতে পারে নি।

স্বস্তি। আর দাদা?

অতনু। দাদা-ও। কাল থেকে একেবারে চুপচাপ। তারপর রাত শেষ না হতেই কোথায় বেরিয়ে গেছে। মা আর বাবার অবস্থা দেখেই ভয় পেয়েছে আরো বেশি।

স্বস্তি। আমিও বিশ্বাস করি নি। তাই এলুম, দেখি, এইসব আজগুবি কল্পনার কি কারণই বা তাঁর আছে।

অতনু। কিন্তু কাউকে দেখছি না যে।

স্বস্তি। সুবিধে। বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন এখনো।

অতনু। সুবিধে? মানে?

স্বস্তি। তোমার সংগে একটা কথা আছে, খুব গোপনীয়।

অতনু। দাদার সংগে বিয়ের যুক্তি নয় ত?

স্বস্তি। ফের! কি বোকা তুমি!

অতনু। বোকা সেজেছিলাম।

স্বস্তি। ইস। ....এস বসি। দেখো, কাল একটা জিনিষ আবিষ্কার করেছি। মনোবিজ্ঞানের একটা আবিষ্কার।

[দু'জনে মুখোমুখি বসিল]

স্বস্তি। শোনো। একটু গম্ভীর হও। দেখ তো এটা কি?

[ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একটা চিঠি বাহির করিল]

অতনু। চিঠি?

স্বস্তি। শুধু চিঠি বললে অমর্যাদা করা হবে। একটা দলিল। না, বলতে পারো একটা তাজমহল।

অতনু। কার চিঠি?

স্বস্তি। মা'র।

অতনু। মায়ের?

স্বস্তি। ভয় নেই, স্বর্গ থেকে ডাক মারফত আসে নি। মা যখন বেঁচেছিলেন তখনকার চিঠি।

অতনু। পেলে কোথায়?

স্বস্তি। মার একটা পেঁটরায়। মা যখন বেঁচেছিলেন, তখন তাতে

কেউ হাত দেয়নি। তাঁর মরবার পরও হাত দিইনি আমরা। মাসীমাও না, আমিও না। ওর মধ্যে ছিল মার কয়েকখানা গয়না, আর কয়েকখানা চিঠি। পেঁটরাটা খুলতে গেলেই মার কথা মনে পড়ত, আর খোলা হত না।

অতনু। তারপর?

স্বস্তি। কাল তোমায় পাগলের মত বললুম, ভালোবাসার জন্য আমি মরতে পারি। কেন বলেছিলুম মনে নেই। কিন্তু ওকথাটা কাল সারারাত ভুলতে পারিনি। কেবলই মনে হয়েছে, আমি মরতে পারি, মরতে পারি।

অতনু। চুপ করো। তুমি ঘেমে উঠেছ।

স্বস্তি। না না, শোনো। [সিঁড়িতে চটির শব্দ]

চটির শব্দ না? কে আসছে বুঝি। [চিঠিটা লুকাইতে চাহিল। আর চটির শব্দ পাওয়া গেল না।] মা কেন মরেছে জানো?

অতনু। সে কথা জেনে আমাদের কোনো লাভ নেই স্বস্তি।

স্বস্তি। আছে। শোনো। বাবার জন্যে মা মরেনি। মা মরেছে আর একজনের জন্যে। জানো, মা আর একজনকে ভালোবাসত।

অতনু। ছি ছি, এ তুমি কি বলছ স্বস্তি?

স্বস্তি। সত্যি কথা! সত্যি কথা! বিশ্বাস করো। এই যে মার চিঠির জবাবে সে চিঠি দিয়েছে, দেখ।

অতনু। ছি ছি। গুরুজনের অতীত নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে নেই। সত্যিই হোক, মিথ্যেই হোক, তিনি আমাদের প্রণম্য।

স্বস্তি। বারে! তুমি কি ভাবো, অতনুদা, মাকে আমি এতোটুকুও ছোটো ক'রে দেখছি? মা ছিল দেবী। মা ওকে ভালোবাসত। কলেজে পড়ার সময় থেকে ভালোবাসত। তারপর বাবার সংগে হল মার বিয়ে।

৩

মা আমার সারা জীবন আদর্শ বজায় রেখে চলেছে। কোনোদিন এতোটুকু দুর্বল হয়নি।

অতনু। চুপ করো স্বস্তি। গুরুজনের অতীত নিয়ে আলোচনা করা আমি মহাপাপ ব'লে মনে করি। ওতে তাঁদের অপমান করা হয়।

স্বস্তি। মোটেই না। এতোবড় একটা সত্য আবিষ্কার ক'রে আমার কি আনন্দই না হচ্ছে! মা আমার স্বর্গের দেবী, মা আমার আদর্শ নারী। সে লোকটিকে মা কি উত্তর দিয়েছিল, জানো? অত্যন্ত কঠিন উত্তর। এই সংগে জবাবের একটা খড়সাও আছে।

অতনু। তা জেনে কোনো লাভ নেই।

স্বস্তি। কিন্তু দৃঢ়তার সংগে আদর্শ বজায় রাখা সহজ নয়, একথা মনে রেখো।

অতনু। সহজ নয় ব'লেই ত তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

স্বস্তি। সে ত আরো বীরত্ব, আরো মহত্ব। আদর্শের কাছে আত্মবলি দিতে কজন পারে?

অতনু। চুপ করো।

স্বস্তি। তাইত বলেছিলুম, আমিও মরতে পারি। তাই আমি চাই আদর্শ একজনকে, যাকে দেবতার মতো ভক্তি করতে পারবো।

অতনু। আর দাদাই বুঝি তোমার আদর্শ হয়ে উঠল? যে দু'দিন বাদে মাকে খুন করবে?

স্বস্তি। ছি ছি! তোমায় ঠাট্টা করেছিলুম। আমি তোমাকেই আদর্শ ক'রে পেতে চাই। [একটু থামিয়া] তুমি বিশ্বাস করো?

অতনু। কি?

স্বস্তি। হীরেনবাবু কাল যা বললেন?

অতনু। না।

স্বস্তি। আমিও না

অতনু। [অকস্মাৎ মত বদলাইয়া] সত্যিও হতে পারে।

স্বস্তি। অসম্ভব।

অতনু। মানুষের বিচিত্র মন....দুর্বোধ্য। [সিঁড়িতে আবার চটির শব্দ]

স্বস্তি। কে আসছে।

অতনু। বুঝি শান্তা। চুড়ির শব্দ পাচ্ছ না ?

[ডান দিক দিয়া ঢুকিলেন হীরেনবাবু। হলের প্রান্তে শান্তা।]

হীরেন আপনারা—

অতনু। হ্যাঁ, আপনার কাছেই। ইনি স্বস্তি,—আমার মার বন্ধুর বোনের মেয়ে।

হীরেন। ভালো।

[হীরেনবাবু পায়চারি করিতেছেন, সৌজন্যের কণামাত্রও নাই]

শান্তা। [ছুটিয়া আসিয়া] আপনারা ? কি সৌভাগ্য আমাদের !

হীরেন। হ্যাঁ....হ্যাঁ....সৌভাগ্য বৈকি ! কি বলিস শান্তা ?

শান্তা। একটু ভালো ক'রে ওঁদের সাথে কথা কও। ফের ভয় দেখিয়ো না যেন !

হীরেন। তুই যা, তুই যা পাগলি !

শান্তা। বাবাকে হাত দেখাবেন না, খবরদার ! বাবা ভারি দুর্মুখ।

অতনু। সত্যি কথা বলতে দুর্মুখ হতে হয় বৈকি !

হীরেন। ঠিক বলেছ। সত্যি—নিছক সত্যি ! নইলে এত বড়ো একটা বিজ্ঞান কি মিথ্যে হতে পারে ?....তুই যা শান্তা !

[শান্তা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেল।]

স্বস্তি। সত্যি কি তাই ?

হীরেন। কি ?

স্বস্তি। যা বলেছেন কাল ?

হীরেন। হুঁ, হাতের রেখা তো তাই বলে।

স্বস্তি। ভুল-ও ত হতে পারে ?

হীরেন। [দৃঢ়তার সংগে] না !

অতনু। না ?

হীরেন। অত স্পষ্ট রেখা ভুল হতে পারে না। ক্যালডিয়ান, হিব্রু, ইণ্ডিয়ান, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, ইজিপ্সিয়ান,—সকল পামিস্টরাই তা বলেন।

[সকলে নীরব]

স্বস্তি। [হঠাৎ] হ্যাঁ....এঁর হাতটা !

অতনু। [যেন ভয় পাইয়া] না না, আমায় কেন, থাক....

স্বস্তি। [স্নেহশাসনের সুরে] দাও !

[নিরুপায় অতনু হাত পাতিল। হীরেনবাবু দেখিতে লাগিলেন। স্বস্তি উৎসুক, ব্যগ্র, মনোযোগী।]

হীরেন। হুঁ। [হাতটা ছাড়িয়া দিলেন।]

স্বস্তি। কি ?

[হীরেনবাবু কয়েক মুহূর্ত অতনুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন।]

স্বস্তি। কি, বলুন।

হীরেন। এঁর রক্তে রোগের অজস্র জীবাণু রয়েছে। বলতে পারো, ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু একদিন তারা জেগে উঠবে....হয়তো তারা জেগে উঠতে চেয়েছিল—এর আগেও !

অতনু। সত্যি ?

স্বস্তি। রোগ ? জীবাণু ?

হীরেন। সত্যি ! [একটু থামিয়া, যেন, হিপনোটাইজ করিতেছেন] আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা শুনেছ ? পাহাড়ের বুকে লুকিয়ে

থাকে আগুন ! আর তার ওপরে থাকে অরণ্যের শ্যামল সৌন্দর্য, ঝরণার কলনৃত্য, পাখীদের গান, পাহাড়িয়াদের আনন্দের সংসার ! তারপর কি হয় ? হঠাৎ সে আগুন জেগে ওঠে একদিন। আনন্দের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে যায় পাহাড়ের ! শ্যামল বন মরে, ঝরণা শুকিয়ে যায় ! পাখীরা পালায়। আর পাহাড়িয়ারা ? তারা সেই অনন্ত লাভাস্রোতে ঘুমিয়ে পড়ে।

স্বস্তি। আপনি কি সব বলছেন ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না !

অতনু। আচ্ছা, দেখুন তো—চোখ দুটো আমার ফুলে উঠেছে !

হীরেন। ফুলে উঠেছে ? কই ?

[দেখিতে লাগিলেন। মুখে অদ্ভুত হাসি।]

স্বস্তি। [আতংকে] কই ? কই ?

অতনু। দেখছ না, ফুলে উঠেছে !

হীরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রোগ....এই কুৎসিত ব্যাধি !

অতনু। [চমকিয়া] কুৎসিত ব্যাধি !

স্বস্তি। কিন্তু কুৎসিত ব্যাধি তোমার শরীরে কেমন ক'রে এল অতনুদা ?

হীরেন। [যেন আর একটা পৃথিবী হইতে] অন্ধকারে কত পাপ হয়ে যায়, কে তার খোঁজ রাখে মা ?

স্বস্তি। [যেন সে একটা ভয়ংকর পাষাণপুরীর দ্বারে প্রবেশ লাভের ইচ্ছায় মাথা খুঁড়িতেছে] অন্ধকারে ? পাপ ?

অতনু [মরিয়া হইয়া] মিছে কথা।

হীরেন। আর কিছু জানবার আছে ?

স্বস্তি। কিন্তু........

অতনু। বিশ্বাস করো স্বস্তি, এ মিছে কথা।

হীরেন। উত্তম।

[তিনি অদ্ভুত হাসির সহিত বন্ধ দরজা খুলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সংগে সংগে আবার দরজা বন্ধ হইল।]

স্বস্তি। [মুখোমুখি সোজাসুজি দাঁড়াইয়া] অতনুদা!

অতনু। [একটু পিছাইয়া গেল] আমি বিশ্বাস করি না।

স্বস্তি। কিন্তু, তুমি.... ?

অতনু। [ধমক দিয়া] চুপ করো! আমি বোঝাপড়া করতে চাই এই শয়তানের সংগে! [অতনু বন্ধ দোরের দিকে আগাইল]

স্বস্তি। চুপ যে কোনোমতেই করতে পারছিনে। উঃ আমি কি করি! [স্বস্তি নিজের কপাল চাপিয়া বসিয়া পড়িল]

অতনু। [স্বস্তির হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতরভাবে] স্বস্তি! স্বস্তি!

স্বস্তি। ছাড়ো! ছাড়ো! উঃ! কি জঘন্য তোমরা!

অতনু। স্বস্তি! স্বস্তি! শোনো!

স্বস্তি। [পাগলের মত] না, শুনব না! যাও! আমার সমুখ থেকে সরে যাও....যাও বলছি!....যাও!

[অতনু কয়েক মুহূর্ত বোকার মত তাকাইয়া রহিল ও পরে পলাইয়া গেল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল স্বস্তি। এমন সময় শান্তা আসিল পিছনে।]

শান্তা। এ কি ভাই, কাঁদছ? কি হলো?

স্বস্তি। উঃ! আমি পারিনে!....আচ্ছা, তোমার বাবা কি সত্য কথাই ব'লে গেলেন?

শান্তা। না না। ওঁর কথা বিশ্বাস করো না। সব মিথ্যে।

স্বস্তি। মিথ্যে? সব মিথ্যে? [আকস্মিক আনন্দের উত্তেজনায় কি বোকা আমি! [ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

শান্তা। [অবাক হইয়া] পাগল! একটি বদ্ধ পাগল!

[পিছন দিকে হাসিতে হাসিতে ঢুকিলেন হীরেনবাবু]

শান্তা। [বাবাকে হাসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল] অমন ক'রে হাসছ কেন?

হীরেন। তুই যে কি বলিস শান্তা! এখন হাসতে না পেলে আমি মারা যাবো! একেবারে মারা যাবো! [হাসিতে লাগিলেন]

শান্তা। [অভিযোগ ও অনুযোগের সুরে] কেন তুমি ওদের মিথ্যে কথা বললে?

হীরেন। মিথ্যে কথা? তুই কি বলিস শান্তা? পৃথিবীতে এমন জ্যোতিষ কে কবে করেছে? হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ! হা-হা-। ভগবান আমার সহায়....হে ভগবান, তুমি আমাকে এমনি ক'রেই সাহায্য করো! আমি মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে যাই তোমার করুণা দেখে! বুঝতে পারি, বৃদ্ধ তুমি, আজও মরো নি।

[পরিহাসের হাসি হাসিতে লাগিলেন]

শান্তা। কেন ভয় দেখাচ্ছ ওঁদের? কি ভয় দেখালে? কেন স্বস্তি কেঁদেছিল?

হীরেন। ভয় দেখাচ্ছি? দিনে দিনে তুই যে কি হচ্ছিস শান্তা। আমার এতদিনের সাধনা আজ সফল হতে চলেছে, আর তুই বলিস, ভয় দেখাচ্ছি। সাধনা! এ আমার সাধনা, শান্তা!

শান্তা। তোমার সাধনায় আমার আর বিশ্বাস নেই বাবা!

হীরেন। সেটা অকারণ নয়। মানুষের অবিশ্বাস তখনই প্রবল হয়ে ওঠে, যখন বিশ্বাস করা হয় ভয়ংকর। অর্থাৎ, যখন মানুষ বাস্তবের

সম্মুখে আসে, তখনই সে বিশ্বাস করতে ভয় পায়। এতদিন আমার জ্যোতিষ ছিল স্বপ্ন, খেয়াল, মিথ্যা, তাই তোর বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ। ভগবানের অদ্ভুত খেয়ালে সে স্বপ্ন সফল হয়ে উঠছে, বাস্তব হতে চলেছে, তাই তোর অবিশ্বাস ঘনিয়ে ওঠা-ও অস্বাভাবিক হয় নি। [একটুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া, পরে] শান্তা, জগতের বাস্তবতা বড়ো কঠিন। সত্য বড় তীব্র। জীবন—বড়ো বিষাক্ত। তাই এখানে জেগে ওঠার মতো মহাদুঃখ আর নেই। মানুষ ঘুমোয়, আর স্বপ্ন দেখে। হাসে আর কাঁদে। কান্নার মধ্যেও শান্তি পায়, কারণ সে কান্না তার মিছে।....তারপর ভেঙে যায় ঘুম, চোখের জড়তা যায় নিঃশেষ হয়ে, চোখ মেলে তাকায় সে....দেখে....। দেখে, সত্য কি ভয়ংকর!....লজ্জা! অপমান! গ্লানি! কুৎসা! পাপ! ব্যভিচার! বীভৎসতা!....সে দেখে জগতের আনন্দের পাক হচ্ছে মিথ্যের রসে। জীবনের যত সৌন্দর্য, সমস্ত ফুটে উঠেছে কল্পনার রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে। তখন সে আর্তনাদ ক'রে ওঠে! পাগল হয়ে যায়!.... দেখে, চারিদিকে মরুভূমি আর মরুভূমি। শুষ্ক! বিষাক্ত। ভয়াবহ! ....সে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে। [ক্ষেপিয়া গিয়া] আমিও ওদের শুকিয়ে মারব শান্তা!....তিলে-তিলে,....পলে-পলে....অসহ্য যন্ত্রণায় ওরা আর্তনাদ করবে, আর আমি দেখব....শুনব! তখন কি আনন্দ হবে শান্তা, তুই কল্পনাও করতে পারবি না।

শান্তা। তোমায় কি ভয়ংকর দেখাচ্ছে বাবা!

হীরেন। ভয়ংকরই ত দেখাবে মা! কারণ, জগতের সকল আনন্দ বড়ো ভয়ংকর। তাদের জন্ম বীভৎসতার মধ্যে। তাই মানুষ আনন্দ পেতে ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তাই তারা মাতাল হয়ে আনন্দ পায়, তাই তারা শয়তানি করে আনন্দের লোভে। হা-হা—

শান্তা। কিন্তু সে আনন্দ পিশাচের আনন্দ, বাবা!

হীরেন। হুঁ। প্রেমের একদিকে পৈশাচিকতা, দানের আর একটা দিক ঐশ্বর্যের বিলাস, পদ্মের অপর দিকটা পাঁক। [হীরেনবাবু নিজের কথার সৌন্দর্যে খুব খুশি]

শান্তা। কিন্তু ওরা তোমার কি করেছে বাবা ?

হীরেন। [উত্তেজিত হইয়া] কি করেছে ? কি করেছে তুই শুনবি শান্তা ? [নিমিষে শান্ত হইয়া] না না, কিছু করেনি। তবু এ আমি করব। আমার ইচ্ছা ! খেয়াল !

শান্তা। তবে তোমার জ্যোতিষ-সাধনা শুধু ভণ্ডামি ?

হীরেন। জগতের কোনো জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান এত প্রকৃত হয়নি শান্তা !

শান্তা। তুমি ভারী নির্মম।

হীরেন। তুই বড় দুর্বল। [একটু থামিয়া] আমার মেয়ে শান্তার এ দুর্বলতা সাজে না মা !....জন্ম যার অপমানে....বিদ্রোহে....ঘৃণায়....লজ্জায়....তার এ কোমলতা সাজে না শান্তা।

শান্তা। আমার জন্ম....?

হীরেন। শিউরে উঠলি ? নিজের জন্মের মতো বড়ো সত্য দুনিয়াতে আর কিছু নেই। তোর মা ছিল দেবী, নির্বাসিতা। তাই সে ঘোষণা করেছিল বিদ্রোহ।....বিদ্রোহিনী সে ! [অধীর হইয়া পড়িলেন] আর আমায় প্রশ্ন করিস নে। তুই তারই মেয়ে। দয়া তোর দুর্বলতা, বন্ধুত্ব তোর অপমান।

[হীরেনবাবু দোর খুলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পুনরায় দোর বন্ধ হইল। শান্তা কয়েক মুহূর্ত পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ছুটিয়া গেল দেওয়ালে টাঙানো মায়ের পরিবর্ধিত চিত্রের দিকে। কয়েকমুহূর্ত সেদিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল, বিড় বিড় করিয়া কহিল।]

শান্তা। মা! মা!

[ডান দিকের দোর দিয়া ঢুকিল শান্তনু]

শান্তনু। শান্তা!

শান্তা। [জাগিয়া উঠিয়া শান্তনুর কাছে ছুটিয়া গেল] তুমি?

[স্বরে নিবিড় আত্মীয়তা ও পরিচয়]

শান্তনু। তোমার বাবা কই শান্তা?

শান্তা। পালাও, এখান থেকে পালাও।

শান্তনু। [বিভ্রান্ত বিস্ময়ে] কেন শান্তা?

শান্তা। এখান থেকে তুমি যাও!

শান্তনু। [সন্দেহ করিয়া] শান্তা, তুমি আমায় ঘৃণা করো?

শান্তা। [করুণভাবে] না না, কেন ঘৃণা করব তোমায়?

শান্তনু। আমি যে দুদিন বাদে মাকে খুন করব, একথা কি তুমি···

শান্তা। ছি ছি! ওকথা বোলো না।

শান্তনু। [যেন বহুদূর হইতে] মাকে খুন করব, আর তুমি আমায় ঘৃণা করবে না?

শান্তা। পাগল! কেন খুন করবে? কেউ করে নাকি?

শান্তনু। জানিনে কেন। একথা মা-বাবা, দুজনেই যেন বিশ্বাস করে। [কাহার সংগে যেন ঝগড়া করিয়া] কেন বিশ্বাস করে তারা? কেন তারা সারারাত ঘুমোয়নি? কেন তারা চুপি চুপি কথা কয়, আর ভয়ে মুষড়ে থাকে?····রাত্রে আমি জানালার ফাঁকে দেখলুম, মা কাঁদছে। কেন সে কাঁদে? কেন সে কাঁদে? বাবা ঘুমোয় নি। সারাটি রাত চেয়ারে বসে আছে, চুপচাপ। কেন সবাই আমাকে এমন চোখে দেখে? কেন আমাকে ভয় করে?

শান্তা। চুপ করো, লক্ষ্মীটি!

শান্তনু। না, চুপ করতে আমি পারিনে। ওদের দেখেছি, আর কেবলই মনে হয়েছে, একদিন আমি মাকে খুন করব। সারারাত ভেবেছি, সারারাত কেঁদেছি, শুধু মনে হয়েছে, আমি মায়ের শত্রু। আমি মায়ের পর। আমি একটা খুনী! [যেন কাঁদিয়া উঠিল] তোমরা কি বিশ্বাস কর, আমি তাকে খুন করতে পারি? সে যে আমার পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আশ্রয়! মা....আমার মা! [শেষের কথাগুলা যেন অণু-অণু করিয়া অনুভব করিতেছে]

শান্তা। কেন তুমি ওকথা ভাবছ? এ যে অসম্ভব।

শান্তনু। [বিদ্রোহ করিয়া] কিন্তু তোমার বাবা যে বললেন? তোমার বাবা কই শান্তা?

শান্তা। তাঁর সংগে দেখা ক'রে কি হবে?

শান্তনু। আমি বিশ্বাস করিনে, অথচ, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করার ক্ষমতাও হারিয়েছি। [দেওয়ালের দিকে লক্ষ্য পড়িল] উনি কে? কার ছবি?

শান্তা। [ছুটিয়া ছবির কাছে গেল] মা।

শান্তনু। [আগ্রহভরে দেখিতে লাগিল] মা?

শান্তা। [বিড়বিড় করিয়া, যেন মুখস্থ বলিতেছে] হ্যাঁ, মা। অপমানিতা, ঘৃণিতা....লজ্জিতা....বিদ্রোহিনী!....দয়া যার দুর্বলতা, বন্ধুত্ব যার অপমান।

শান্তনু। [বিস্মিত হইয়া] কি বকছ?

শান্তা। মা!....আমার মা!....এর বেশি ওঁর পরিচয় জানিনে। বলতে পারো উনি কে?

শান্তনু। [বোকার মত] মা, তোমার মা।

শান্তা। তবু কেন চিনি না ওকে? তবু কেন অপমানিতা, ঘৃণিতা, লজ্জিতা....? [ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল]

[হীরেনবাবু দোর খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। মুখেচোখে আনন্দ। কিন্তু শান্তনুকে দেখিয়াই তাহা পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যেন ভুলপথে আসিয়া পড়িয়াছেন, এমনি ভাবে অন্তর্হিত হইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তার পূর্বেই শান্তনু পাশে ছুটিয়া গেল।]

শান্তনু। হীরেনবাবু!

[শান্তনুর মুখে নিজের নামটা হীরেনবাবুর বিশ্রী লাগিল। তিনি বিরক্তির ভংগি করিলেন।]

হীরেন। কি?

শান্তা। [দুজনের মাঝে আসিয়া] বাবা, তোমার পায়ে পড়ি.... [শান্তনুকে] তুমি চলে যাও।

হীরেন। ['তুমি' কথাটার মধ্যে অর্থ লক্ষ্য করিয়া] 'তুমি'?

শান্তা। [লজ্জিত হইয়া] শান্তনুবাবু....

হীরেন। [শান্তনুর প্রতি] কি চাই?

শান্তনু। জানতে চাই....

শান্তা। [আর্ত ও নিরুপায় হইয়া] বাবা!....শান্তনুবাবু।

হীরেন। দেখ 'শান্তনুবাবু', তোমাকে আমার 'বাবু' বলাটা কেমন অশোভন দেখায়। আমি যথেষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ। আর, তাছাড়া, শান্তাও যখন তোমাকে 'তুমি' বলেই ডাকে।

শান্তা। বাবা! তোমার পায়ে পড়ি, কিছু বোলো না।

হীরেন। [দৃঢ়ভাবে] শান্তা! ভেতরে যাও।

শান্তা। [করুণ আপত্তিতে] বাবা!

হীরেন। যাও!

[শান্তা কাতরভাবে একবার শান্তনুকে দেখিল ও বাহির হইয়া গেল। হীরেনবাবু পায়চারি করিতে করিতে ঘরের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, নিজেকে সংযত করিতে চান।]

শান্তনু। হীরেনবাবু···

হীরেন। [বিরক্ত হইয়া] কি চাও তুমি? কেন আমায় মিছিমিছি বিরক্ত করছ? [একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন] বিরক্ত করছি আমি? বেশ, তাই!····কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, একটা শান্ত সংসারের কি ভয়ানক ক্ষতি আপনি করেছেন? আমি জানতে চাই, এই ভ্রান্ত কল্পনার অর্থ কি, কারণ কি? নইলে····

হীরেন। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষে] নইলে?

শান্তনু। আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।

হীরেন। [হাসিয়া উঠিলেন] শাস্তি? [ঠাট্টার সংগে] শাস্তি···· কি বল শান্তনু, শাস্তি? [হঠাৎ] কে দেবে? মানুষ, না ভগবান? মানুষ············অন্ধ, ভগবান············পংগু! কিন্তু শান্তনু, যা বলেছি, তা সত্য।

শান্তনু। সত্য?

হীরেন। হ্যাঁ।

শান্তনু। [একটি কথায় সমস্ত অস্বীকার করিল] মিথ্যে।

হীরেন। [একটা আলমারির কাছে গেলেন] জ্যোতিষ বিশ্বাস করো? [বই বাহির করিতে লাগিলেন] যদি গ্রহ-নক্ষত্র সত্য হয়, যদি পৃথিবী তার কক্ষের বাইরে চলে না যায়, এ বিজ্ঞান কখনো মিথ্যে হতে পারে না। [হঠাৎ টেবিলের উপর বইগুলি ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। বইগুলিতে তাঁহার আর প্রয়োজন নাই।]

হীরেন। [যেন হিপ্‌নোটাইজ করিতেছেন] শান্তনু! তুমি, তুমিই

তোমার মাতৃহত্যার কারণ হবে। তোমার জন্যই সে মরবে। তিলে-তিলে....পলে-পলে! [অদ্ভুত ভাবে] মরা তার শুরু হয়ে গেছে।

শান্তনু। হীরেনবাবু!

হীরেন। সন্দেহ কোরো না, প্রশ্ন কোরো না!

[হীরেনবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; ঘরে ঢুকিলেন রমা, সবিতা, নন্দা, নির্মল, সোমনাথ।]

হীরেন আপনারা?....শান্তা! শান্তা!

[শান্তনু অপরাধীর মত নতশির সবিতা শান্তনুর কাছে ছুটিয়া গেলেন। স্নেহকাতর করুণ দুটি চোখ।]

সবিতা। লক্ষীটি! সোনাটি! তুই এখানে কেন?

শান্তনু। তোমরা সবাই এখানে কেন?

সোম। হীরেনবাবু!

হীরেন। [নিরাসক্তভাবে] বলুন। [শান্তা আসিল]

শান্তা। বাবা! বাবা! তুমি যে কি! ওঁদের বসতে বল, সবাই যে দাঁড়িয়ে আছেন।

হীরেন। [সচকিতভাবে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা সবাই বসুন।

সোম। জানতে এলুম হীরেনবাবু,—না ঠিক জানতে নয়, কেবলমাত্র আপনার মুখের গোটাকয় কথা শুনতে। কারণ, আমরা জানি, এ মিথ্যে। হয়ত আপনার জ্যোতিষশাস্ত্র তাই বলে, কিন্তু, বাস্তব জগতে এ একেবারে অসম্ভব।

হীরেন। [স্বরে ঠাট্টার রেশ] তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

নির্মল। তবে? আপনার গতরাত্রির উক্তির অর্থ?

হীরেন। আপনারা প্রশ্ন করেছিলেন, তাই বলেছিলুম। আমার কল্পনা, খেয়াল।

সোম। [ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন] শুধু কল্পনা আর খেয়াল? আর কিছু না?

নন্দা। দাদা সারারাত্রি ঘুমোয়নি, মার কি কষ্ট, আর আপনার হোলো খেয়াল!

সোম। খেয়ালের বশবর্তী হয়ে যা ইচ্ছে তা বলা অন্যায়, হীরেনবাবু।

হীরেন। [রমা দেবীকে] ঠিক তাই কি?

রমা। নিশ্চয়। একটি রাতে শান্তনু কালো পড়ে গেছে। বাছার সোনার অংগ…

হীরেন। কিন্তু আমায় এ খেয়ালে আমন্ত্রণ করেছিল কে? আপনিই না?

সোম। হীরেনবাবু! আমার অনুরোধ যে আপনি এদের বুঝিয়ে দেবেন….

নন্দা। মা আর দাদাকে….

নির্মল। সমস্ত মিথ্যে, সমস্ত কল্পনা। হাতের সামান্য একটা রেখার ওপর মানুষের জীবনমৃত্যু নির্ভর করে না।

হীরেন। [তিক্তভাবে] কিন্তু আপনারা যা এত স্পষ্ট বোঝেন, তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকেই বা এই আহ্বান কেন?

শান্তা। বাবা! একটু শান্ত হয়ে কথা কও। ওঁরা অতিথি।

হীরেন। বেশ, আমায় কি বলতে হবে?

সোম। সমস্তই মিথ্যে।

নির্মল। এ সমস্তই আপনার বিকৃত মনের ভ্রান্ত কল্পনা।

নন্দা। লোক-ঠকানো ভেল্কি।

রমা। [এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এখন আহত অনুযোগের সহিত বলিলেন] এ আপনার অন্যায় হীরেনবাবু। আমি কি আপনাকে ডেকে-

ছিলুম মিথ্যাকথা ব'লে আমার বন্ধুর সুখের সংসার ভেঙে দিতে ? উঃ! কি ভয়ানক অপবাদ আপনি দিলেন।

[রমা দেবী একটা চেয়ারের উপর তাঁর প্যারাসলটি রাখিয়াছিলেন। অভিমানের ভংগিতে তুলিয়া লইলেন।]

নন্দা। মাসীমা, চুপ করো।

রমা। না, না! নিজেকে এতো ছোটো ব'লে আমি কোনোমতেই ভাবতে পারছি না! কেনোমতেই না! আমি চললুম সবিতা, এখানে একমুহূর্তও থাকতে আমার ইচ্ছা নেই।

[রমা রোষান্বিতভাবে ছাতাহস্তে চলিয়া গেলন। রমার রাগটা উপভোগ করিয়া হীরেনবাবু হাসিলেন।]

সবিতা। দাঁড়াও রমাদি। চল্ শান্তনু, আমরাও যাই।

সোম। বলুন সমস্ত মিথ্যে।

নির্মল। কোমলতম অংশে আঘাত দিয়ে মানুষের দৃঢ়তম মনকেও থেৎলে দেওয়া যেতে পারে, একথা আপনি বিশ্বাস করেন ?

হীরেন। করি।

নন্দা। নইলে মা আর দাদার মনের অবস্থা কখনো অমন হত না। ওরা ওসব বুজরুকি কোনোদিন বিশ্বাস করেনি। এর আগে কোনোদিন না।

হীরেন। বেশ, আমি বলছি, এ সমস্ত মিথ্যে। এবার আপনারা খুশি তো ?

সোম। একথা আপনি স্বীকার না করলেও আমরা জানতুম।

হীরেন। তবু আমার মুখে শুনতে এসেছেন, কেমন ? ধন্যবাদ আপনাদের।

নির্মল। আমাদের দুর্বলতা।

নন্দা। চল বাবা। মা, দাদা, এ সব মিথ্যে।

হীরেন। নমস্কার।

[তিনি দোর খুলিয়া একটা ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। শান্তা বাদে আর সকলে চলিয়া যাইতেছিলেন। সবিতা ও শান্তনু বাদে তাঁহারা একে-একে বাহির হইয়া গেলেন। দোরের কাছে গিয়াই শান্তনু পিছন ফিরিয়া দেখিল, শান্তা চুপি-চুপি হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শান্তনু ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

সবিতা। [ফিরিয়া দাঁড়াইয়া] শান্তনু!

শান্তনু। মা।

সবিতা। আয়!

শান্তনু। [কোমলভাবে] যাও মা, যাচ্ছি।

সবিতা। তুই এখানে আসিস না, শান্তনু।

শান্তনু। আমি এদের কথা বিশ্বাস করি না, মা।

সবিতা। বিশ্বাস করার মতন কিছু নেই—বাবা।

[সবিতা বাহিরে যাইতে লাগিলেন। শান্তনু শান্তার দিকে অগ্রসর হইল। সবিতা ফিরিয়া দেখিলেন, একদিকে শান্তা আর অন্যদিকে তিনি। সবিতা কাতরভাবে অদৃশ্য হইলেন। শান্তনুর হাত ধরিয়া শান্তা উপরে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল]

দোতলার একটি ঘর

শান্তা। [শান্তভাবে] বোসো!

শান্তনু। [বসিয়া] বলো।

শান্তা। [পেছন হইতে শান্তনুর চুলে হাত দিল] বলো, তুমি আর ভাববে না? জ্যোতিষ কখনো সত্যি হয়?

শান্তনু। [শান্তার হাত চাপিয়া ধরিল] সত্যি হয় না, না শান্তা?

আমিও কোনোদিন বিশ্বাস করি না এসব। কিন্তু অবিশ্বাসটাকেও আঁকড়ে থাকতে পারছি না। নিমু ঠিক বলেছে, আতংকটা এসে লেগেছে আমার সবচেয়ে কোমল জায়গায়। একটি মুহূর্তে আমি থেঁৎলে গেছি। না আছে বিশ্বাসের সাহস, না আছে অবিশ্বাসের শক্তি।

[শান্তনু শান্তার মুখের পানে তাকাইয়া থামিয়া গেল]

শান্তা। [স্নেহের সুরে] বলো—

শান্তনু। আরো কি জানো, শান্তা ? [একমুহূর্ত থামিল, যেন এই বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ বিপরীত কথা কহিতেছে] আমি তোমার বাবাকে বুঝি ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি। হয়ত তোমার বাবা ব'লেই। তাঁকে বিশ্বাস না ক'রে আমি কেমন করে পারি ? [মরিয়া হইয়া] এ যে আমার কাছে দেববাক্য ব'লে মনে হয়। [আহত জানোয়ারের মত ছটফট করিতে লাগিল] মাকে খুন করবো ? যে মা নিজের রক্ত-মাংস-প্রাণ দিয়ে আমায় পৃথিবীতে এনেছে ? অসম্ভব !....সমস্ত মিথ্যে !....তোমার বাবা....তিনিও মিথ্যেবাদী !

[হীরেনবাবু ঘরে ঢুকিলেন। মুখে-চোখে পরিহাস।]

হীরেন। [শান্তনুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া] মিথ্যেবাদী ! শান্তার বাবাও মিথ্যেবাদী। কি বলো শান্তনু ? যে-শান্তাকে তুমি ভালোবাস, যে-শান্তাকে....

শান্তা। বাবা ! তুমি লুকিয়ে সব শুনেছ ? এ তোমার অন্যায়।

হীরেন। [একটু হাসিয়া] আধুনিকরা তাই বলে বটে। কিন্তু আমি পুরাতন, অতি পুরাতন ! একটা ফসিল্ ! একটা ধ্বংসস্তূপ ! [থামিয়া] আমি সব শুনেছি শান্তা ! কিন্তু এ তোমাদের অন্যায়। তোমাদের পরস্পরকে ভালোবাসা পাপ....মহাপাপ !....তোমরা দুজনে—

[কথা কটা বলিয়াই হীরেনবাবু আতংকে থামিয়া গেলেন। চোখের

সম্মুখে যেন তাঁহার স্বরচিত বিশাল প্রাসাদটা ধ্বসিয়া পড়িতেছে, আর সেই দৃশ্যে ও শব্দে তিনি ভীত ও কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

হীরেনবাবু দূরে সরিয়া গেলেন। সারা মুখে সংযমের ছাপ। তিনি যেন একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিজের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতেছেন।]

হীরেন।• তোমরা দুজনে—হ্যাঁ, কি বলছিলুম?....তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারো না। এ ভালোবাসা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক!

[শান্তা শান্তনুর পাশ হইতে সভয়ে সরিয়া গেল। বাবার কথাগুলি যেন তাহার সম্মুখে ভীষণ মূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

হীরেন। না, তোমরা হয়ত ভালোবাসতে পারো, কিন্তু তোমাদের ভালোবাসা অন্যায়.... পাপ....ভুল!....

শান্তনু। [প্রতিবাদের সুরে] কেন?

শান্তা। কেন বাবা, আমরা কি?

হীরেন। [বিব্রত হইয়া পড়িলেন] কেন? কেন?....

[কারণ খুঁজিবার জন্য ঘরের মধ্যে ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে থামিয়া দাঁড়াইলেন] কেন, জানো? তোমাদের পেছনে রয়েছে অজ্ঞাত অতীত—যে-অতীত এসে দাঁড়াবে তোমাদের ভবিষ্যতের সম্মুখে!

শান্তনু। অতীত?

হীরেন। সেই অতীতের পায়ের তলায় পড়ে দলে' পিষে যাবে সমস্ত ভবিষ্যৎ....সমস্ত বর্তমান!

শান্তা। [আর্তভাবে] বাবা! আমার অতীত?

হীরেন। যদি তাই হয়?

শান্তা। [অপরাধীর মত মুহূর্তের জন্য মাথা নত করিল] বলো বাবা, বলো! আমার অতীত?

হীরেন। তোর জন্ম। তোর মা—

শান্তা। [ব্যাকুল হইয়া] আমার মা—? আমার মা—?

হীরেন। চুপ কর্।

শান্ত। আমার মা কি....ব'লে ফেলো, ব'লে ফেলো বাবা! আমি যে বুঝতে পারছি না।

হীরেন। ব'লেছি তো, সে ছিল লাঞ্ছিতা....অপমানিতা!....বিদ্রোহিনী!

শান্তা। [বাবার কথার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল] লাঞ্ছিতা!....অপমানিতা!....বিদ্রোহিনী!—কে সে, কে সে বাবা?

শান্তনু। স্থির হ, শান্তা।

হীরেন। আমার মেয়ের এ দুর্বলতা সাজে না শান্তা! স্থির হয়ে দাঁড়া, শান্ত হয়ে শোন্, ভয়ে লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠিস না।

শান্তা। বলো বাবা। আমি শান্ত হয়েছি, কঠিনতম সত্যও এবার আমি শুনতে পারব।

হীরেন। [শক্তি সঞ্চয় করিয়া] শোন্ তবে। [একটু বাদে] তোর মা ছিল এক হতভাগিনী। তার সংগে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল বিরাট এক শহরের ঘৃণিত এক পল্লীতে।

শান্তনু। [স্পষ্ট ঘৃণায়] ঘৃণিত পল্লীতে?

শান্তা। [আর্তনাদ করিয়া] বাবা! [সোফায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

হীরেন। [দৃঢ়ভাবে] শান্তা!

শান্তা। [মুখ তুলিল, চোখে অশ্রুর বন্যা] বাবা! সত্যি?

হীরেন। শান্তা! কান্না কিসের? লজ্জা কিসের? অপমান কিসের?....আমিও সেই পল্লীর পাশে একদিন রাত কাটাতাম;

শান্তনু। আপনি?

হীরেন। হ্যাঁ, শান্তার বাবা !....একদিন দেখলুম, এক দরিদ্র কুটিরে এক সুন্দরী—মানবী নয় সে....অপূর্ব সুন্দরী ! শান্তার চেয়ে ঢের সুন্দরী ছিল সে ! শান্তা তাকে দেখেছে, শান্তা তাকে ভালোবাসে !

শান্তা। আমার মা !

হীরেন। আমি তাকে নিয়ে এসেছিলুম সেখান থেকে তুলে !.... সমাজে পরিচয় দিয়েছিলুম সে আমার স্ত্রী—বিবাহিতা স্ত্রী !....শান্তাকে পরে একদিন পরিচয় দিয়েছিলুম আর একটু বেশি। কেউ নেই তার পৃথিবীতে ! সত্যি কেউ ছিলও না—আমি আর শান্তা ছাড়া। মিছে বলি নি তোকে। অভাগিনী সে !

শান্তনু। এতবড় মিথ্যে....

হীরেন। এর চেয়ে ঢের বড় মিথ্যে আছে শান্তনু !....যারা সমাজের বাইরে গিয়ে পাপ করে, স্বীকার করি তারা পাপী। কিন্তু যারা সমাজে থেকে মিথ্যের আড়ালে পাপ করে, তারা....তারা আরও বেশি পাপী। কিন্তু তাদের নিয়েও তো সমাজ গড়ে ওঠে।

শান্তনু। সমাজের সম্বন্ধে কথা কওয়ার যোগ্যতা আপনার নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস।

হীরেন। হুঁ, একটা মাতালের ! একটা ব্যভিচারীর ! [হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, পরে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ করিয়া] আমাকে তুমি ঘৃণা করতে পারো। কিন্তু যাদের তুমি ভক্তি কর, পুজো কর, তারা আমার চেয়েও অতি নীচ, শান্তনু !....অতি ভয়ানক !

শান্তনু। কে তারা জানতে পারি কি ?

হীরেন। শান্তার মা ছিল এক অভাগিনী, একথা শান্তা এতদিন জানত না। কিন্তু শান্তা জানে, কে তার বাবা—কে তার জন্মদাতা ! আর তুমি ?

শান্তনু [চমকিয়া উঠিল] আমি ?

হীরেন। হ্যাঁ, তুমি !....তুমি সামাজিক... সভ্য....পবিত্র। তবু তুমি জানো না, তোমার বাবা কে।

[হীরেনবাবু সতর্ক হইয়া উঠিলেন। একটা ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্ম নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।]

শান্তনু। [বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল] হীরেনবাবু !!

হীরেন। শান্ত হও।

শান্তনু। শান্তা ! তোমার বাবা কি উন্মাদ ?

[শান্তা ভীত ও বিব্রত]

হীরেন। [শান্তনুর কথায় অবজ্ঞায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইল] হুঁ, উন্মাদ ! [অধীর হইয়া] তুমি যাও শান্তনু, তুমি এখান থেকে চলে যাও !

শান্তনু। কিন্তু তার আগে কৈফিয়ৎ চাই। আপনার এই ভয়ানক স্পর্ধার অর্থ ?

হীরেন। স্পর্ধা আমার ! স্পর্ধা তার—যে নিজেকে চেনে না, অথচ নিজের বড়াই করে।

[হীরেনবাবু অদ্ভুত ভাবে হাসিলেন, তারপর অদূরে সরিয়া গেলেন]

শান্তা। বাবা !

হীরেন। সরে যা শান্তা। বড়ো দুর্বল তোরা, তাই তোরা সত্যকে ভয় করিস।

শান্তনু। সত্য ?

হীরেন। যার চেয়ে বড় সত্য জীবনে আর নেই।

শান্তনু। হীরেনবাবু ! আপনার এ দুরন্ত হেঁয়ালির অর্থ....?

হীরেন। অর্থ শোনার সাহস তোমার আছে, শান্তনুবাবু ?

শান্তনু। আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাবার স্পর্ধা আপনার আছে?

শান্তা। বাবা!....[শান্তনুকে] তুমি....

হীরেন। আমি তোমায় ভয় দেখাতে চাইনে শান্তনু। আমি বলতে চাই....তোমার জীবনের সবচেয়ে যা বড়ো সত্য, তাই।

শান্তনু। [উপেক্ষার হাসিতে] জ্যোতিষ?

হীরেন। না।

শান্তনু। [বিস্মিত হইল] না?

হীরেন। তোমার জীবনের ইতিহাস!....চেনো তুমি তোমার মাকে?

শান্তনু। [বিমূঢ় গলায়] মা?

হীরেন। সবিতা দেবী। দেবীই বটে!

শান্তনু। খবরদার হীরেনবাবু! তাঁর নাম আপনি মুখে আনবেন না। সে যোগ্যতা আপনার নেই।

হীরেন। চোখ রাঙাচ্ছ? তুমি জানো, তোমার মা স্বর্গের দেবী, পৃথিবীর কাদা-মাটির বহু ঊর্ধ্বে সে। কিন্তু তা নয়, শান্তনু! সে শান্তার মার চেয়েও জঘন্য....ভয়ংকর....অপবিত্র—সে অসতী!

শান্তনু। [ক্ষিপ্তপ্রায়] হীরেনবাবু....শান্তা!

হীরেন। শান্ত হও শান্তনু! তোমার সংগে জ্যোতিষের ভণ্ডামি করেছি, সেজন্যে আমায় ক্ষমা কোরো। মিথ্যে সেই জ্যোতিষের বইগুলো। কিন্তু সত্যি তোমার জীবনের ইতিহাস। শুনবে তা?

[শান্তনু মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকাইয়া রহিল।]

হীরেন। কে তোমার বাবা? যাকে তুমি বাবা বলো—সেই সোমনাথ রায়? না, সে তোমার বাবা নয়। সে তোমার শত্রু!

শান্তা। বাবা! একি বলছ তুমি?

হীরেন। ইতিহাস!

শান্তনু। [শক্তিসঞ্চয় করিয়া] হীরেনবাবু! আপনি শয়তান! আপনার এ শয়তানি আমি শুনব না!

হীরেন। কারণ, তুমি ভীরু! যে ক্ষমতা শান্তার আছে, তা তোমার নেই। স্থির হয়ে শোনো শান্তনু! যদি মিথ্যে হয়, আমায় শাস্তি দিও, অপমান কোরো। আমি চাইনে যে—[একটু থামিয়া] আমার বন্ধু-পুত্র তার সমস্ত জীবনটাকে একটা মিথ্যের ওপর গড়ে তোলে।

শান্তনু। বন্ধু-পুত্র—?

শান্তা। এসব তুমি পাগলের মতো কি বলছ বাবা?

হীরেন। আমার কর্তব্য আমি সম্পূর্ণ করতে চাই শান্তনু। তোমার বাবা সোমনাথ রায় নয়। তোমার বাবা—শ্যামাশংকর!

শান্তনু। [যেন দুঃস্বপ্নে] শ্যামাশংকর?

হীরেন। হ্যাঁ, শ্যামাশংকর চৌধুরী।

শান্তা। আর মা—?

হীরেন। সবিতা। সে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছিল সোমনাথের সংগে।

শান্তনু। মিথ্যে কথা! আমার মা—[কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না, ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল।]

শান্তা। তুমি মিছে কথা কইছ বাবা।

[শান্তনুর পাশে গেল।]

হীরেন। আমায় বিশ্বাস করো শান্তনু। আমি অনেক সন্ধান ক'রে এখানে এসেছি। এ সত্য তোমার জানা প্রয়োজন। আজ তুমি আর শিশু নও, আজ তুমি বোকাও নও।

শান্তনু। চুপ করুন! চুপ করুন! আমি কিছুই শুনতে চাই না।

[অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল]

হীরেন। তোমায় শুনতেই হবে শান্তনু! এ আমার সাধনা····[অকস্মাৎ] আমার স্বর্গত বন্ধুর একান্ত ইচ্ছা।

শান্তনু। স্বর্গত ?

শান্তা তিনি বেঁচে নেই ?

শান্তনু। কে তিনি ?

হীরেন। তোমার জন্মদাতা····শ্যামাশংকর চৌধুরী। সে ছিল এক সরকারী চাকুরে।····সোমনাথ রায় ছিল তার বন্ধু। [হঠাৎ বিরক্ততার সংগে] বন্ধু নয়—শত্রু! জীবনে এতবড় শত্রুতা আর কেউ করেনি। [ঘরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে থামিয়া] সোমনাথ ছিল এক মাতাল····লম্পট····চরিত্রহীন!····একথা জানত শ্যামাশংকর। হ্যাঁ, আমি-ও জানতুম!····তার অবাধ গতি ছিল শ্যামাশংকরের বাড়ীতে। সোমনাথের দোষ-ত্রুটি শ্যামাশংকর তার স্ত্রীকে জানতে দিত না। পাছে স্ত্রী তার বন্ধুকে ঘৃণা করে। [রাগিয়া উঠিলেন] মূর্খ ছিল সে, মানুষ চিনত না।····সবিতার সংগে বনত না শ্যামাশংকরের। কেন তা সবিতাই জানে। হয়ত তার ভালো লাগত না তার স্বামীকে।····[চেয়ারে বসিয়া নিজেকে সহজ করিতে চাহিলেন] তখন তুমি মাত্র কয়েকমাসের শিশু। তোমার বাবা আদর ক'রে তোমার নাম রেখেছিল শান্তনু। [অকস্মাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া] একদিন রাত্রে শ্যামাশংকর ফিরে এল চাকরি সেরে। [যেন কিসের তাড়নায়] এসে কি দেখল সে ? [তীব্রভাবে] তার সমস্ত সংসার গেছে ভেঙে, তার স্ত্রী বন্ধুর সংগে পালিয়েছে। [হীরেনবাবু একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্লান্ত, দুর্বল। কয়েক মুহূর্ত কাটিল। সমস্ত ঘরখানি মৃতের মত নিঃসাড়। পরে চেয়ার হইতে উঠিয়া] সেদিন সে কাঁদে নি। শুধু তার চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়েছিল! সে যদি সেদিন সবিতা আর সোমনাথকে পেত—খুন করত। [একটু

থামিয়া একেবারে আলাদা মানুষ হইয়া গেলেন] কে জানে, হয়ত সে কেঁদেছিল! [বিড়বিড় করিয়া] লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল। সে, ভালোবাসতে জানত, কাঁদতে পারত।

[এইবার তিনি জানালার পাশে গিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেন বহু বছরের পুরানো একটা মানুষের প্রতিমূর্তি!]

শান্তনু। শ্যামাশংকর বেঁচে নেই?

হীরেন। [আত্মস্থভাবে] না, সে মরে গেছে! [সমস্ত স্তব্ধ.... মনে হইল একটি মৃত আত্মা ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছে] সে আজ তেইশ বছর আগে! [জানালার পাশ হইতে ঘরের মাঝখানে আসিলেন] একরাত্রির ঝড়বৃষ্টিতে নৌকোডুবি হল। সে নৌকোয় ছিল শ্যামাশংকর আর কয়েকজন লোক। তারপর শ্যামাশংকরের সন্ধান আর কেউ পেল না....মৃতদেহও না! [হীরেনবাবু আবার জানালার কাছে গেলেন। বুঝি আর একটি কথাও উচ্চারণ করিবেন না।]

শান্তনু। [পাগলের মত] আমার মা....যাকে আমি পূজো করি প্রতিমার মত....সে পালিয়ে এসেছিল একটা লোকের সংগে? [যেন দুঃস্বপ্নে] আমার বাবাকে ছেড়ে....তার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়ে.... তার মান সম্মান প্রতিপত্তি ভবিষ্যৎ, সমস্ত নষ্ট ক'রে....

হীরেন। ঠিক তাই শান্তনু! আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমার রক্তে তোমার বাবা কথা কয়ে উঠেছে! সে যে ঘুমিয়ে আছে তোমার সমস্ত দেহে....রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে....শিরায়, উপশিরায়!

শান্তনু। [একটা দুঃসহ দুর্বার তাড়নাকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টায়] না! না! এ আপনার ভেল্কি! শয়তানি! এ আমি বিশ্বাস করি না!

হীরেন। উত্তম। জিজ্ঞাসা কোরো তাদের—যারা তোমাকে ভেঙ্কি দেখিয়েছে। যারা তোমার বাবার সংগে শয়তানি করেছে। [শান্তনু একমুহূর্ত কি ভাবিল, পরে পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।]

শান্তা [কঠিনভাবে] বাবা!

হীরেন। বল্।

শান্তা। তুমি ওঁকে মিথ্যে ভয় দেখালে?

হীরেন। না। [খোসমেজাজে হাসিতে লাগিলেন। পর মুহূর্তে মুখখানা ভয়ানক হইয়া উঠিল] প্রতিশোধ চাই শান্তা! আমি ওদের সোনার সংসার ভেঙে চুরমার ক'রে দেব! কেবল ওদের ভাগ্যে থাকবে ছাই আর পাঁশ! [যেন অন্য একটা চিন্তা মনে আসিয়াছে ও তিনি তাহার সমাধান করিতেছেন] আর শান্তনু? চুলোয় যাক! চুলোয় যাক! আমার কি বয়ে যাবে? ও আমার কে? কেউ না! [হীরেনবাবু হাত নাড়িয়া যেন কি একটা বস্তুকে ভাগাইলেন।]

শান্তা। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি ওদের সুখে থাকতে দাও।

হীরেন। দোব! ওরা ত দেয়নি! শান্তনুর কষ্ট হবে? [রুখিয়া গিয়া] হোক! মরুকগে! আমার সংগে তার সম্পর্ক কি?

শান্তা। সে তোমার বন্ধুর ছেলে।

হীরেন। হুঁ। তবু ওর মার চেহারাটাই আমি দেখি বেশি। আমি ঘৃণা করি ওর মাকে, তাই ওকেও। [যেন প্রাণপণে] হ্যাঁ, ওকেও!

শান্তা। তাতে তোমার বন্ধুর আত্মা সুখী হবে না বাবা। তিনি নিশ্চয় ওকে খুব ভালোবাসতেন।

হীরেন। [যেন নিরুদ্দিষ্ট কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন] ভালোবাসত? ....কে জানে। [অকস্মাৎ প্রতিবাদ করিয়া] মিথ্যা কথা! [নীরবে

ঘরের এপাশ হইতে ওপাশে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে কি একটা খেয়ালে পাইয়া বসিয়াছে। পরে—] শান্তা, আমার সেই বাক্স ?

শান্তা। বাক্সে তোমার পুরানো পিস্তলটা আছে ?

হীরেন। আমার নয়, শান্তনুর বাবার। [হাসিতে লাগিলেন, কথাটা যেন বেশ কৌতুককর] তার শেষ স্মৃতি। পিস্তলটা তার নির্জন ঘরে পড়ে ছিল, আমি লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। [অদ্ভুতভাবে হাসিতে লাগিলেন] যা, নিয়ে আয় শান্তা !

[শান্তা অদৃশ্য হইল। হীরেনবাবু পায়চারি করিতে লাগিলেন দুর্বোধ্য আনন্দের উত্তেজনায়। শান্তা ফিরিয়া আসিল। হাতে কাঠের একটা বাক্স।]

হীরেন। [বাক্স হইতে পিস্তল বাহির করিয়া] দোর-জানালা সব বন্ধ করে দে, কেউ শুনতে পাবে।

[শান্তা দোর-জানালা বন্ধ করিতে লাগিল। ঘরে নামিল আবছা অন্ধকার।]

হীরেন। আয়, আমার পাশে আয়। [শান্তা বাবার পাশে গেল] বহুদিনের পুরানো বারুদ ! দেখি আজও ওর মধ্যে আগুন আছে কিনা ! ঐ দেওয়ালের দিকে, কেমন ?

শান্তা। না, না, এ তোমার কি খেয়াল ?

[শান্তা সভয়ে বাবার বামহাতটা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহারা যেন দুটি প্রেতমূর্তি। হীরেনবাবু পর-পর ঘোড়া টিপিলেন। পিস্তলের আওয়াজ—সেই সংগে হীরেনবাবুর হাসি।]

হীরেন। যদি সোমনাথ রায়কে এমনি ক'রে···না, না···সবিতাকে··· সবিতাকে···! হা-হা-হা !

শান্তা। [সভয়ে] বাবা ! বাবা !

তিন

[সোমনাথবাবুদের বাড়ি। একটি প্রশস্ত কক্ষ, সুসজ্জিত। দেওয়ালে বড় একটা আয়না। অদূরে দুইটি পরিবর্ধিত ছবি—সোমনাথবাবুর ও সবিতার। নির্জন ঘর। দেওয়াল-ঘড়িতে ছয়টা বাজিল।

ঘরে ঢুকিলেন সোমনাথ। মুখে অস্তমান সূর্যের আলো আসিয়া পড়িতেই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে একটা সোফায় ডুবিয়া গেলেন চিন্তায়, অবসাদে, বিরক্তিতে। সবিতা একটি ক্ষীণ ছায়ার মতো প্রবেশ করিলেন। একটু নির্জনতার প্রত্যাশী।]

সবিত। [হতাশ হইয়া] তুমি এখানে ?

সোম। হ্যাঁ।

সবিতা। [অন্য একটা আসনে বসিয়া পড়িয়া] একি হল ? একটি মুহূর্তে আমার সাধের সংসার ছিন্নছিন্ন হয়ে গেল। ঘরের সবাই ভয়ে-ভয়ে চলে, চুপি-চুপি কথা কয়। [চুপ করিলেন কয়েক মুহূর্ত, পরে] দুই ভাই কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাদিন দুটি খায়নি পর্যন্ত। [চোখের জল মুছিলেন] আমার সংগে শান্তনু ভালো ক'রে কথাও বললে না। অতনু বিরক্তির সংগে একটা উত্তর দিয়ে চলে গেল।

সোম। নিশ্চয় সন্দেহ করেছে অতনু। করুক, আমি কি করব ! আমি পিতার কর্তব্য পালন করতে এতটুকুও ত্রুটি করিনি। আহার দিয়েছি, অর্থ দিয়েছি, শিক্ষা দিয়েছি, আনন্দ দিয়েছি। মানুষের ক্ষমতা কতটুকু ? আমি আর কি করতে পারি ?

সবিতা। কি যেন একটা ভয়ংকর অশুভ ছায়া কালো পাখা মেলে রয়েছে এই সারা ঘরখানার ওপর। দেওয়ালগুলো পর্যন্ত থমথমে, যেন তাকিয়ে আছে, কান পেতে কি শুনছে, চুপ ক'রে কি দেখছে !

সোম। চুপ করো। আমি ভাবছি সেই জ্যোতিষীর কথা।

সবিতা। [সভয়ে] তুমি বিশ্বাস কর ?

সোম। না।

সবিতা। কিন্তু আমি বুঝি বিশ্বাস করি। বোধহয় শান্তনুও করে।

সোম। শয়তান!

সবিনা। কে ?

সোম। ঐ হীরেনবাবু লোকটা।

সবিতা। কাল ওকে মুখোমুখি দেখে আমি শিউরে উঠেছিলুম।

সোম। [কি ভাবিয়া] হয়ত জ্যোতিষ সত্য, হয়ত ওরা জানতে পারে।

সবিতা [আতংকে] পারে ? সত্যি পারে ? আমারও তাই মনে হয়। সে আমার সুমুখে আসে না, কথা কইতে চায় না। আমি যেন তার পর, আমি যেন তার শত্রু! তাকে গর্ভে ধরি নি, কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করিনি! [চোখ মুছিলেন]

সোম। [চমকিয়া] কে যেন আসছে ? কার জুতোর শব্দ।

সবিতা। [কান পাতিয়া] হঁ্যা ! অতনু, কি শান্তনু....হয়ত নিমু।

সোম। অতনু ? আমি যাই।

সবিতা। না অমন ক'রে চোরের মত পালিয়ো না।

সোম। ওর সামনে দাঁড়াতেও লজ্জা করে। জানি চুরি ক'রে পলাতক হওয়ার মধ্যে মহত্ব নেই, কিন্তু সাময়িক স্বস্তি আছে।

[সোমনাথ চলিয়া গেলেন। সবিতা নিজেকে দৃঢ় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শান্তনু ঘরে ঢুকিল, সারা মুখে ঝড়ের চিহ্ন। সবিতা তাহাকে দেখিয়াই একপ্রকার আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।]

সবিতা। শান্তনু!

শান্তনু। [একটি মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেল] মা! [কিন্তু পলকে মনে পড়িল হীরেনবাবুর কথাগুলি, তাই সর্পদষ্টের মত থামিয়া দাঁড়াইল। মুখে অন্ধকার, চোখে ঘৃণা, দেহে কঠিনতা] যাও মা! যাও! আমায় নিরিবিলিতে একটু থাকতে দাও। বিরক্ত কোরো না।

[সবিতা দুর্বলভাবে পলাইয়া গেলেন। শান্তনু একটা ঝড়ের সংগে যুদ্ধ করিতে-করিতে ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। লক্ষ্য পড়িল মায়ের ছবির দিকে। কয়েক মুহূর্ত জিজ্ঞাসু-চোখে সেদিকে তাকাইয়া শান্তনু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দূরে সরিয়া গেল। সমস্ত মুখে ফুটিয়া উঠিল এক অব্যক্ত ভয়, বেদনা ও ঘৃণার মিশ্রণ। তাহার চারিদিকে যেন প্রহেলিকা, সে প্রহেলিকাময় অন্ধকারে শান্তনু হাতড়ায়, খোঁজে—আলো আর পথ। ঘরে আসিল নন্দা।]

নন্দা। [সানন্দে] দাদা!

শান্তনু। নন্দা? [নন্দার দিকে চাহিয়া অস্পষ্ট চিন্তা-জড়ানো স্বরে] আমি তোর দাদা, না নন্দা? [কে যেন শান্তনুকে দূরে ঠেলিয়া দিল। নন্দা বোকার মত চাহিয়া রহিল; শান্তনু হাসিতে চেষ্টা করিল।] হ্যাঁরে নন্দা! আমি যদি তোর দাদা না হই?

নন্দা। কি যে বলো পাগলের মত! মা কিছুই খায়নি সারাদিন! দেখবে চল, কেমন শুকিয়ে গেছে।

শান্তনু। [অদ্ভুতভাবে] সত্যি, সে কেমন হবে বল্ ত নন্দা! তুই আমার আপনার নয়, আমি তোর আপনার নই! আমাদের সমস্ত স্নেহমমতার, সমস্ত বন্ধনের পেছনে রয়েছে মস্ত একটা চোরাবালি—শুধু ভুল আর মিথ্যে। আমাদের ঘরখানা একটা ফেনার ফানুস! [যেন ভয় পাইয়া, আমি তোকে ভালোবাসব না, তুই আমায় ভালোবাসবি না, আমাদের মাঝে গড়ে উঠবে একটা ব্যবধান। দেখব, আমাদের মধ্যে

যে বন্ধন রয়েছে, তা গৌরবের নয়—ঘৃণার, স্নেহের নয়—লজ্জার ! [যেন সহ্য করিতে পরিতেছে না, এমনি বিদ্রোহের সুরে] না না, তা হতে পারে না নন্দা !

নন্দা। [যেন বুঝিয়া] জ্যোতিষীর কথা কখনো সত্যি হয় ?

শান্তনু। [সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়া] হ্যাঁরে, মা আজ কিছু খায়নি ?

নন্দা। না, সারাদিন না। তুমি ?

শান্তনু। আমি খেয়েছি।

নন্দা। ছোটদা ?

শান্তনু। মাকে খেতে বল্ নন্দা।

নন্দা। তুমি বল, তোমার কথা মা নিশ্চয়ই রাখবে।

শান্তনু। তুই বল্ নন্দা, আমার হয়ে তুই বল্।

নন্দা। না না, তুমি বলো, আমি বরং মাকে ডেকে দিচ্ছি।

[নন্দা ঘরের দিকের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। শান্তনু একটুক্ষণ ইতস্তত করিয়া চুপি-চুপি প্রস্থান করিল। নন্দা সহ সবিতা ঘরে ঢুকিলেন।]

সবিতা। কই ?

নন্দা। পালিয়েছে। তুমি খাবে চল, মা। ও পাগল। পাগলের মত কত কথাই যে ব'লে গেল !

সবিতা। কি ব'লে গেল ?

নন্দা। সে কি কারও মনে থাকে ? চল মা, খাবে চল !

সবিতা। তুই যা নন্দা, আমি ত বলেছি, আমার শরীর খারাপ, আদৌ খিদে নেই। তাছাড়া সন্ধ্যে হয়ে এল।

নন্দা। [অভিমানের সহিত বাহিরে যাইতেছিল, থামিয়া] জ্যেঠামা !

সবিতা। কই ?

[অতনু আসিল অত্যন্ত গম্ভীর ও শুষ্ক]

সবিতা। অতনু ?

অতনু। মা।

সবিতা। কোথায় ছিলি সারাদিন ?

অতনু। [উত্তর না দিয়া] একটা সত্যি কথা বলবে মা ?

সবিতা। আমি কি তোদের কোনোদিন মিথ্যে কথা বলেছি বাবা ?

অতনু। কিন্তু লুকিয়েছ।

সবিতা। [অত্যন্ত ভয় পাইয়া] কি ?

অতনু। এই ব্যাধি কি ক'রে এল আমার শরীরে।

সবিতা। [ব্যস্ত হইলেন] তুই যা নন্দা।

অতনু। না, ও যাবে না। ছেলেমেয়েদের কাছে কোনো কথা গোপন ক'রে তাদের ঠকাবার কোনো অধিকার তোমাদের নেই।

নন্দা। আমি যাই দাদা ?

অতনু। না। [মাকে] এ ব্যাধি কি ক'রে এল মা ? বলো।

সবিতা। আমি বলতে পারব না অতনু। আমাকে প্রশ্ন করিসনে তুই।

অতনু। মাপ কর মা, আমাকে জানতেই হবে। আমি যে তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করি।

নন্দা। কাকে দাদা ?

সবিতা। তুই যা নন্দা।

অতনু। বাবাকে....আজ আমি পলে-পলে সে ভক্তি হারাচ্ছি। তিনি আমার সংগে যে শত্রুতা করেছেন, তা আর কেউ করতে পারে না। তাই আমি জানতে চাই, তাঁর অপরাধের গুরুত্ব কত।

সবিতা। আমি জানি না।

অতনু। না না, তুমি জানো। আমার কাছে এক কণা সত্যও গোপন করতে চেয়ো না। আমি ডাক্তারের কাছে সব শুনেছি। আমার এ রোগ জন্মগত, পিতামাতার পাশ থেকে প্রাপ্ত। ডাক্তার বলেন, বাবার পাশ থেকেই। কি ক'রে এল এ রোগ, আমি জানতে চাই!

সবিতা। ছি অতনু, তিনি তোর বাবা।

অতনু। দোষী-ও। তিনি আমার সমস্ত জীবন নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। তাঁর অপরাধ একটি খুনী আসামীর অপরাধের চেয়ে কম নয় মা!

নন্দা। ছি দাদা, তিনি আমাদের জন্মদাতা।

অতনু। সেই সংগে ব্যাধিও দিয়েছেন আমাকে। জন্মদানের গৌরব যদি তাঁর প্রাপ্য হয়, ব্যাধিদানের লজ্জা আর গ্লানিও তাঁকে নিতে হবে বৈকি।

সবিতা। ছি অতনু, একথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ।

অতনু। পাপের ভয় দেখিয়ে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী পাপ হয়, একথা কি তুমি জানো না মা?

সবিতা। এ তোমার অন্যায়।

অতনু। অন্যায় তোমরা তাকেই বলো, যা প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহত্তর অন্যায়ের গায়ে আঘাত দেয়। যারা যুগ-যুগ ধ'রে অন্যায় ক'রে এসেছে, তাদের অন্যায় হয়েছে নীতি। কেউ যদি সেই অন্যায়ের কৈফিয়ৎ চায়, তোমরা তাকেই বলো দুর্নীতি।

সবিতা। তোমার মুখে একথা আমি আশা করিনি অতনু।

অতনু। তোমাদের এ ভয়ংকর রূপও আমি কল্পনা করিনি মা।

সবিতা। অকৃতজ্ঞ।

নন্দা। ছি, দাদা।

অতনু। কিন্তু কৃতজ্ঞতারও একটা পরিমাণ আছে মা! তোমরা দিয়েছ আলো....বাতাস....পৃথিবীর সৌন্দর্য....মাটির আস্বাদ,....তাই তোমাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ! কিন্তু তার বিপরীত দিকটাও কি তোমরা দেখবে না মা? তোমরা দাও ক্ষমতা, তাই তোমাদের পূজো করি! কিন্তু যখন তোমরা নিয়ে আস অক্ষমতার অভিশাপ, তখনও কি তোমরা সেই পরিপূর্ণ পূজোটি আশা করো? দেবতা যখন তার সিংহাসন থেকে গড়িয়ে ধূলোয় পড়ে যায়, তখন যে তার পূজারীর কি দুঃসহ ব্যথা, তা তোমায় কি ক'রে বোঝাবো মা? কি সে অপমান! কি সে লজ্জা!

[নির্মল আসিল। অতনুর উত্তেজনায় বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল দরজার পাশে। সবিতা সংকুচিত হইলেন, নন্দা-ও। কিন্তু অতনুর লজ্জা নাই, সে যেন ব্যাপারটাকে সবার কাছে ঘোষণা করিতে পারিলেই বাঁচে।]

অতনু। নিমুদা, তুমি জান, আমি একদিন অন্ধ হয়ে যেতে পারি?

নিমু। অন্ধ?

[সবিতা ও নন্দা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন]

অতনু। ডাক্তার তাই বলেন। একদিন আমি অন্ধ হয়ে যাব। পৃথিবীর সমস্ত আলো নিঃশেষে মুছে যাবে চোখের সম্মুখ থেকে। শুধু অন্ধকার....আর অন্ধকার!....তুমি তা কল্পনা করতে পার, নিমুদা?

সবিতা। অতনু!

নন্দা। ছোটদা!

অতনু। [হঠাৎ] আমার জীবনে কে এই অভিশাপ এনে দিয়েছে জান?

সবিতা। অতনু!

নন্দা। চুপ কর ছোটদা!

অতনু। তোমরা লুকিয়ে রাখতে পারো, কিন্তু আমি পারি না।.... বাবা—যিনি দিয়েছেন আমার জন্ম—তোমাদের কথায়, আলো, বাতাস গন্ধ, আশীর্বাদ,—তিনিই দিয়েছেন এই ব্যাধি, এই অন্ধত্ব, এই অভিশাপ!

নির্মল। ছি অতনু, একথা বলতে নেই।

অতনু। বিশ্বাস করলে না? আমিও করিনি, যখন জ্যোতিষী আমায় বলেছিল।

সবিতা। [আতংকে] জ্যোতিষী?

নন্দা। কি ক'রে জানল সে?

নির্মল। হীরেন বাবু?

অতনু। হ্যাঁ।

[সবিতা তীরাহত পাখীর মত একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকে চাপিয়া কোনোরূপে পলাইলেন। অতনু বুঝিল, সে কোথায় আঘাত দিয়া ফেলিয়াছে। সে-ও পলাইল।]

নির্মল। জ্যোতিষী?

[নন্দা ও নির্মল পরস্পরের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকাইল। পরে বাহিরে গেল নন্দা, পশ্চাতে নির্মল]

[চুপি চুপি ঘরে ঢুকিল শান্তনু। ঘরের ঠিক মাঝখানে আসিয়া কোমরের তলা হইতে একটা পিস্তল বাহির করিল ও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর সেটাকে টেবিলের টানার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া দোরের পাশে ছুটিয়া গেল।]

শান্তনু। মা! [কোন সাড়া আসিল না। শান্তনু চকিতে স্থির করিল, ডাকিবে না এবং ছুটিয়া ঘরের মাঝখানে আসিল, এমন সময় দোরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন সবিতা।]

সবিতা। [একটুক্ষণ শান্তনুর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া] ডেকেছিলি?

শান্তনু। আমি—হ্যাঁ....হ্যাঁ মা। [শান্তনু একটা সোফায় বসিয়া মাথাটাকে দুহাতের মধ্যে ডুবাইয়া দিল।]

সবিতা। কেন?

শান্তনু। মা! তোমায় একটা প্রশ্ন করবো। বলো, রাগ করবে না?

সবিতা। রাগ! কি প্রশ্ন? [হাসিতে চেষ্টা করিলেন।] তুই যে কি হয়েছিস একটি রাত্তিরে!

শান্তনু। কিছু হইনি মা! শুধু একটি কথা....

সবিতা। কী? [নিশ্বাস চাপিয়া প্রস্তুত রহিলেন।]

শান্তনু। তোমার সংগে বাবার কতদিনের পরিচয়?

[বলিয়াই শান্তনু মাথা হেঁট করিল। সবিতার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।]

সবিতা। সে আজ বহুদিন। আমাদের বিয়ের আগে!

শান্তনু। কি মতে বিয়ে হয়েছিল তোমাদের? হিন্দু?

সবিতা। [কি যেন ভাবিয়া]....না, ব্রাহ্ম! [অকস্মাৎ অত্যন্ত আর্তকণ্ঠে] কেন তুই একথা জিজ্ঞেস করছিস, শান্তনু? কেন?

শান্তনু। [জানালার পাশে গেল। সবিতা নিজেকে সতেজ করিয়া তুলিলেন—যেন একটা যুদ্ধের সময় ঘনাইয়া আসিতেছে] হ্যাঁ মা, মামারা কোথায় থাকেন?

সবিতা। পাটনায়।

শান্তনু। কিন্তু কোনোদিন তাঁদের দেখা পেলাম না। তাঁরা কি তোমার খোঁজ নেন না মা?

সবিতা। না। তাঁরা আমাকে ঘৃণা করেন।

শান্তনু। [যেন কিসের গন্ধ পাইয়া] কেন?

সবিতা। [দুর্বল গলায়] তাঁরা বলেন, আমি তাঁদের বংশে কালি দিয়েছি।

শান্তনু। সত্যি? [হীরেনবাবুর কথাগুলিই যেন সে মায়ের মুখে শুনিতেছে।]

সবিতা। সে কথা তো এর আগেও তোকে বলেছি। ঘরের সবাই জানে, নন্দা পর্যন্ত।

শান্তনু। [মুহূর্তে সম্মুখ হইতে ভুতুড়ে আলোটা যেন সরিয়া গেল।] কি বলেছ?

সবিতা। তাঁদের অমতে স্বেচ্ছায় আমি তোর বাবাকে বিয়ে করেছিলুম।

শান্তনু। শুধু তাই?

সবিতা। হ্যাঁ।

[শান্তনু অশান্তভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিতেছিল, হঠাৎ টেবিলের কাছে গেল এবং টানা খুলিয়া পিস্তল বাহির করিল। সবিতা ভয়ে পাথর হইয়া গেলেন।]

সবিতা। পিস্তল?

শান্তনু। হ্যাঁ। এ পিস্তল তুমি চেনো মা?

সবিতা। [মন্ত্র চালিতের মত পিস্তল দেখিবার জন্য হাতে লইতে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যেন সাপ দেখিয়াছেন এমনি ভাবে সরিয়া আসিলেন।] না, না! আমি চিনবো কেমন ক'রে?

শান্তনু। সত্যি তুমি চেনো না মা? সত্যি?

সবিতা। [শক্তি ও সাহস ফিরিয়া পাইয়া] কেমন ক'রে চিনবো? কোথায় পেলি তুই পিস্তল?

শান্তনু। সে কথা আমায় তুমি জিজ্ঞাসা ক'রো না মা।

[সবিতা শান্তনুকে এড়াইবার জন্তই পলাইয়া গেলেন। শান্তনু পিস্টলটাকে টামার মধ্যে ঢুকাইয়া দিল। কয়েক মুহূর্ত সে স্থির হইয়া কি ভাবিল, তারপর বাহিরে চলিয়া গেল, অন্ত দোর দিয়া ঢুকিল অতনু এবং স্বস্তি।]

স্বস্তি। তুমি রাগ কোরোনা, আমি বিশ্বাস করি নি।

অতনু। [বিরক্তির সংগে] কেন বিশ্বাস কর নি?

স্বস্তি। এ কখনও সত্যি হতে পারে না। জ্যোতিষীর কথা মিথ্যে এ আমি জানি, লোকটা শয়তান, পাজী, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ।

অতনু। আর আমি জানি, লোকটি জ্ঞানী, বিচক্ষণ, মহৎ, উদার।

স্বস্তি। লক্ষ্মিটি যে! অমন ক'রে ঠাট্টা কোরোনা। রাগ কোরো না, মাপ কর।

অতনু। না, রাগ নেই। জ্যোতিষী যা বলেছিল, তা সত্যি হয়েছে। অন্ততপক্ষে আমার জীবনে! সে ঠাট্টাই করুক, প্রতারণাই করুক, একটা সত্যি কথা সে আমাকে বলেছে!

স্বস্তি। কি সত্যি কথা?

অতনু। আমার দেহে কুৎসিত ব্যাধির জীবাণু রয়েছে। [হাসিল]

স্বস্তি। মিছে কথা।

অতনু। কিন্তু ডাক্তারও যে তাই বললে? ওখান থেকে সটান গিয়েছিলুম ডাক্তারখানায়। পুরান শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করলেও আধুনিক বিজ্ঞানকে অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই।

স্বস্তি। কি বললে ডাক্তার?

অতনু। আমার দেহে রয়েছে ব্যাধির অজস্র জীবাণু! তারা একদিন আমার জীবনটাকে মরুভূমি ক'রে দিতে পারে!

স্বস্তি। জ্যোতিষীও তো এই কথাই বলেছিল।

[অতনু স্বস্তির হাত দুটা চাপিয়া ধরিল।]

অতনু। হ্যাঁ, আমি তোমায় জীবনে পেতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সে যোগ্যতা আমার নেই। আমার প্রেম হয়েছে স্পর্ধা, জীবন হয়েছে ভুল।....তুমি আমায় ঘৃণা কর ? [হাতটা ছাড়িয়া দিল।]

স্বস্তি। কিন্তু এ ব্যাধি তোমার কেমন ক'রে এল ? এতে নিজেকে ছোট ক'রে দেখবার কি কারণ আছে !

অতনু। কিন্তু বিনা অপরাধে আমার এ ব্যাধি আসেনি। এর পেছনে রয়েছে একটা জঘন্য ইতিহাস।

স্বস্তি। জঘন্য ইতিহাস ?

অতনু। সে কথা জানতে চেওনা স্বস্তি !

স্বস্তি। জানবার অধিকার কি আমার নেই ?

অতনু। অধিকার দেওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই স্বস্তি !

স্বস্তি। না না ! আমাকে স্পষ্ট ক'রে বল ! আমি জানতে পারলেও একটু শান্তি পাব ! বিনা কষ্টে, বিনা দ্বিধায় তোমাকে ঘৃণা করতে পারব।

অতনু। [যেন মুখস্ত বলিতেছে] মনে পড়ে, জ্যোতিষী বলেছিল, অন্ধকারে কত পাপ হয়ে যায়, কে তার খোঁজ রাখে স্বস্তি ?

স্বস্তি। কিন্তু তুমি....যাকে আমি শিশুর মত পবিত্র জানি !

অতনু। তাঁকেও আমি দেবতার মত পবিত্র জানতুম স্বস্তি। বিশ্বাস আর কল্পনা এক, পৃথিবীর বাস্তবতা আর। আমি যা বিশ্বাস করতাম, বাস্তবিক তা ভুল ! মা তা' স্বীকার করেছেন।

স্বস্তি। [বোকার মত] মা........।

অতনু। (বিরক্ত হইল।) তুমি যাও স্বস্তি।

স্বস্তি। না, যাব না। তোমার কাছ থেকে আমি একটি পা-ও নড়ব না।

অতনু। [বাবার ফটোর দিকে চাহিল ও বিরক্তির সংগে মুখ ফিরাইল] যৌবনে বাবা ছিলেন অসংযত....চরিত্রহীন! তাঁর দেহে বাসা বেঁধেছিল কুৎসিত ব্যাধি....। তাই আমার জন্মের সংগে শুধু জীবন এল না—এল জরা!

স্বস্তি। [অতনুর কোলের কাছে ছুটিয়া গেল।] কিন্তু তাতে তোমার কি দোষ?

অতনু। জন্ম যার দুঃস্থ,....সে দোষী বৈকি! দেখছ না, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক খেতে পাচ্ছে না? নাকি শুধু এই জন্মের দোষে! মূর্খ তারা! পিতার ঔরস আর মাতার জঠর তারা বেছে নিতে পারেনি! জন্ম স্বত্বে তারা দরিদ্র, অন্নহীন, মুমূর্ষু! তাই যদি হয়, তেমনি জন্মস্বত্বে আমিও যৌবনে জরাগ্রস্ত, পংগু, স্থবির, অথর্ব। হ্যাঁ, জান ডাক্তার আরো কি বলেছে?

স্বস্তি। কী!

অতনু। আমি অন্ধ হয়ে যেতে পারি।....

স্বস্তি। [শিহরিয়া উঠিল] অন্ধ!

অতনু। [হাসিতে চেষ্টা করিল] হ্যাঁ, অন্ধ! সমস্ত জগৎটা চোখের সুমুখে কালিগোলা হয়ে যাবে।....শুধু শূন্য আর অন্ধকার। নেই পৃথিবী, নেই আকাশ, নেই কিছু! এ সুন্দর মুখখানাও অন্ধকার! [টেবিলের উপর বসিয়া পড়িল] জীবনটা আমার ভয়ানক স্বস্তি! কেমন ক'রে আমি বেঁচে থাকব? কি প্রয়োজনেই বা বাঁচবো? আশা গেছে, উৎসাহ গেছে! সমস্ত জগৎটা ব্যর্থ। অপরাধ,—কেন জন্মেছিলুম পৃথিবীতে, কেন জন্মেই মরিনি?

[অতনু বাহির হইয়া যাইতেছিল]

স্বস্তি। দাঁড়াও! [অতনুর পাশে ছুটিয়া গেল। তারপর দুজনে

বাহিরে গেল। চুপি চুপি ঘরে ঢুকিল শান্তনু। পিছনে হীরেনবাবু; চোরের মত।]

হীরেন। আমাকে কেন নিয়ে এলে এখানে?

শান্তনু। [বাম দিকের দোর বন্ধ করিয়া দিল] আমি ওখানে যেন নিজেকে দুর্বল মনে করি!

হীরেন। কোথায়? আমার বাড়িতে?

শান্তনু। হ্যাঁ। সমস্ত ঘরখানার মধ্যে একটা অশুভ ছায়া। আমি ওখানে শক্তি পাই না প্রতিবাদ করতে, প্রশ্ন করতে। কি যেন ভয়ংকর একটা মায়া জানে ওই ঘরের চেয়ার টেবিল থেকে আলমারি ইটকাঠ পর্যন্ত সমস্ত জিনিষগুলো।

হীরেন। [ঈষৎ হাসিয়া] কিন্তু এখানে যে সবাই এসে জুটবে, আমার বক্তব্য বলা হবে না।

শান্তনু। কেউ আসবে না।

হীরেন। বেশ, কী বলতে চাও?

শান্তনু। আপনার সমস্ত কথা মিথ্যা।

হীরেন। যথা—

শান্তনু। মা পিস্তল চেনে না। মামারা অন্য কারণে মাকে ঘৃণা করে; তার সংগে আপনার কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি জানি, আপনি এ সংসারের সমস্ত শান্তি নষ্ট ক'রে দেওয়ার একটা পৈশাচিক চেষ্টা করছেন। তাই আপনাকে নিয়ে এসেছি এখানে;....প্রমাণ চাই।....হয় প্রমাণ পাবো....নয় আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।....

হীরেন। উত্তম।

শান্তনু। এখান থেকে বিনা প্রমাণে মুক্তি নেই আপনার। যে আমার মাকে অপবাদ দিতে স্পর্ধা করে, যে আমার জন্ম নিয়ে ঠাট্টা

করতে সাহস পায়, তার শাস্তি যে আমার কাছে কত ভীষণ....তা আমি নিজেও কল্পনা করতে পারছি না।

হীরেন। [একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন, পরে,] উত্তেজিত হয়োনা শান্তনু, আমি তোমায় প্রমাণ দেব! এখন যেতে দাও!

শান্তনু। [বাধা দিয়া] না, আমি প্রমাণ চাই!

হীরেন। চলো আমার ওখানে!....

শান্তনু। না, আমি ভয় করি সেখানে যেতে! আমি প্রমাণ চাই! প্রমাণ না পেয়ে কোনোমতে আপনাকে যেতে দেব না!....প্রমাণ!

হীরেন। কিন্তু কি প্রমাণ তোমায় আমি দিতে পারি এখন?

শান্তনু। যা ইচ্ছে! আমি শুধু চাই প্রমাণ।

হীরেন। বেশ! [দেওয়ালের কাছে গিয়া] এটা কার ফটো?

শান্তনু। বাবার!

হীরেন। [বিরক্তির সহিত] বাবা না! সোমনাথ রায়!....এ ছবি বহুদিন আগের।

শান্তনু। হ্যাঁ, যৌবনের:

হীরেন। আমিও তোমায় একটা ছবি দেব! তোমার বাবার.... শ্যামাশংকর চৌধুরীর!

শান্তনু। তাতে আমার লাভ? মিথ্যে হতে পারে সে ছবি-।

হীরেন। বলতে দাও।

শান্তনু। সেটা যে শ্যামাশংকর চৌধুরীর ছবি তার প্রমাণ?

হীরেন। তুমি! প্রকৃতি!

শান্তনু। অর্থাৎ—

হীরেন। তোমার এখন যৌবন, আশা করি?

শান্তনু [অস্বস্তির সহিত] আমারো আপাতত তাই ধারণা।

হীরেন। পুত্র পিতার প্রতিমূর্তি হয়ে জন্মায় ?

শান্তনু। [অধীর হইয়া] কই সে ছবি ?

হীরেন। আছে। আগে উত্তর দাও....বিশ্বাস কর ?

শান্তনু। করি।

হীরেন। তোমায় শ্যামাশংকরের যৌবনের ছবি এনে দেব। দেওয়ালে রয়েছে সোমনাথের ছবি। আর তোমার নিজের মূর্তি রয়েছে ঐ আয়নার মধ্যে। মিলিয়ে দেখবে তখন, কে তুমি : তোমার শরীরের প্রতিটি রেখায় কার প্রতিমূর্তি! এস। [এমন সময় বাম দিকের দোরে আঘাত শোনা গেল।]

সবিতা [বাহির হইতে] শান্তনু! শান্তনু!

হীরেন। আমি যাই।

শান্তনু। যা?

হীরেন। [ডানদিকের দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যাইবার সময়] আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শান্তনু। [বামদিকের দোরে করাঘাত শুনিয়া দোর খুলিয়া দিল।] কি ?

সবিতা। কে ?

শান্তনু। হীরেন বাবু।

সবিতা এখানে কেন ?

শান্তনু। [বিরক্ত হইয়া] এমনি! না, দরকার ছিল।

সবিতা। কোথা ছিল এ পিস্তল ? তুই কি সত্যি আমায় খুন করবি নাকি ?

শান্তনু। [ভাঙিয়া পড়িল] মা!....[পর মুহূর্তে রুখিয়া গেল] আমি খুন করবো তাকে, যে আমার সর্বনাশ করতে চায়।

সবিতা। কে সে ?

শান্তনু। ওই পাজি ! হীরেনবাবু। যাও মা...আমাকে একটু একলা থাকতে দাও !

সবিতা। না, আমি যাব না।

শান্তনু। তবে আমাকে যেতে দাও ! [বাধা দেওয়ার আগেই বাহির হইয়া গেল।] সবিতা কয়েক মুহূর্ত শান্তনুর যাওয়ার পথে তাকাইয়া থাকিয়া পরে বসিয়া পড়িলেন ও মাথাটা হাতের মধ্যে লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাহিরে রমার স্বর....]

রমা। স্বস্তি !

[সবিতা চমকিয়া উঠিলেন। ত্রস্তে অশ্রুগোপন করিয়া চোখ মুছিলেন।]

রমা। স্বস্তি কই ?....হ্যাঁরে, সত্যি কি তাই ? [বসিয়া পড়িলেন।]

সবিতা। কি....

রমা। অতনু যা বললে ?

সবিতা। [অপরাধীর মত] হ্যাঁ....কোথা গেল সে ?

রমা। কি জানি ! কিন্তু সোমনাথবাবু !....এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য....[সবিতা নিরুত্তর....অতনু আসিল]

অতনু। বিশ্বাস করলে মাসিমা ?

সবিতা। [মুখ তুলিয়া ক্লান্তভাবে যেন বাধা দিতে চাহিলেন] অতনু !

রমা। কিন্তু তোমার এসব আলোচনা করা অন্যায় অতনু।.... তিনি তোমার বাবা।

অতনু। বাবা ব'লেই ত তাঁর অন্যায়ের আলোচনা করার অধিকার

আমার সব চেয়ে বেশি।....কারণ বাপ-মার অপরাধ ও ভুলের ফল ভোগ করে পুত্র-কন্যারা।

রমা। আমি তর্ক করতে চাইনে, বিশেষত এই সব নোংরা তর্ক। কোথা গেল স্বস্তি?....পারিনে আর ওকে নিয়ে! জ্বালাতন! এই সন্ধ্যায় ছুটে এল একা। কি আর করি, ছুটতে হল পেছনে। স্বস্তি....অ স্বস্তি....কোথা যে যায় মেয়েটা! [উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

অতনু। স্বস্তি রয়েছে ও-ঘরে। [রমার সম্মুখে আসিল] কিন্তু মাসিমা, আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। বাবার এ অপরাধ কি না?

রমা। পুরুষ মানুষ!

অতনু। পুরুষ বলেই সহনীয়, কেমন?....অদ্ভুত লজিক তোমাদের! পুরুষরা সবল। সবলের বেলায় যা খেয়াল, দুর্বলের বেলায় তা অপরাধ। কিন্তু মাসিমা, তোমাদের এই সব ধারণা দেখলে আমার হাসি পায়। মা যদি এমনি একটা অপরাধ করতো, তোমরা কি শাস্তি দিতে তাকে? নিশ্চয়ই সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিতে, কোনোদিন মুখ পর্যন্ত দেখতে না। হয়তো সারাজীবন তাকে এঁটো কাঁটার মত জীবন কাটাতে হত। কিন্তু, যেহেতু বাবা পুরুষ, আর পুরুষরা সবল, সেই হেতু তোমরা বাবার অপরাধটাকে এড়িয়ে চলতে চাও। কিন্তু আমার ত মনে হয়, মা-র অপরাধ সহনীয়, বাবার অপরাধ দুঃসহ। দুর্বলের অপরাধ সমবেদনা আর সহানুভূতির যোগ্য, কিন্তু সবলের অন্যায় হাস্যাস্পদ....ঘৃণ্য....ক্ষমার অযোগ্য। দুর্বলকে অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে তার অপরাধ আরো বেড়ে যায়, কারণ সে হয়ে পড়ে আরো দুর্বল। সবলকে শাস্তি না দিলে বেড়ে যায় তার স্পর্ধা....অন্যায়....অত্যাচার!

ললিতা। ছি ছি অতনু! তিনি তোমার বাবা! পিতা স্বর্গ....

পিতা ধর্ম। জানো, বাবার আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন! [সবিতা বলিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন।]

অতনু। পুরাণ তাই বলে। পুরাণ যে সমাজের কথা বলেছিল হাজার হাজার বছর আগে, সে-সমাজ কি আজও তেমনি আছে? তাছাড়া, পরশুরামের বাবা আর আমার বাবা কী দুজনে সমান গুণের অধিকারী?

রমা। নিশ্চয়ই! দুজনেই বাবা।

অতনু। তার বেশি না? যাই হোক, পরশুরামকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু যারা পুরাণের নজীর দেখায়, তারা জড়। জীবনের লক্ষণ এগিয়ে চলা! অতীতকালের সমাজ আর সংস্কারকে....যার প্রাণ নেই, আছে শুধু কংকাল, রূপ নেই, আছে স্মৃতি—যারা আঁকড়ে ধরতে চায়, তারা মুমূর্ষু। কারণ, তারা এগোয় না। এগোতে চায় না। [বাহির হইয়া গেল।]

সবিতা। কি যে সব বলে পাগলের মত।

রমা। আজকালের ছেলেরা এমনি বর্বর হয়ে উঠেছে। বাপ-মা যেন ওদের কাছে খড়কুটো। মুখে যা আসে, তাই বলে। বাপ-মার কাছে যেন ওরা ঋণী নয় মোটে। ওরা যেন বৃষ্টির ফোঁটা,—আকাশ থেকে পড়েছে বটে, কিন্তু আকাশের নয়।

সবিতা। কারণ ওদের চোখ ফুটেছে। ওরা আর পরের চোখের দেখা কানে শুনে তৃপ্ত থাকতে চায় না।

রমা। হুঁ, ওটাও ওদেরি বুলি। আমি ওসব বিশ্বাস করিনে।

সবিতা। কিন্তু আমি বোধ হয় করি রমাদি। [সবিতা টেবিলের একটা পত্রিকা নাড়িতে লাগিলেন।]

রমা। [চলিয়া যাইতে যাইতে] বিশৃংখলা! বিশৃংখলা! যা দেখছি,

জগতে একটা বিশৃংখলা আনবে ওই বখাটে ছোকরাগুলো। [অদৃশ্য হইলেন, বাহির হইতে] স্বস্তি! অ স্বস্তি! [সবিতা কয়েক মুহূর্ত একা। তারপর বাহিরে গেলেন। ঘড়িতে সাতটা বাজিল....]

বিপরীত দিক হইতে চুপি চুপি আসিল শান্তা ও শান্তনু। শান্তার হাতে একটা কাগজে মোড়া চতুষ্কোণ ভারি জিনিস, তাহা দড়িতে বাঁধা-ছাঁদা।]

শান্তনু। কই, দাও।

শান্তা। না, আগে বল, কার ছবি আছে এর মধ্যে....

শান্তনু। তুমি জানো না?....

শান্তা। না, বাবা দেখতে বারণ করলেন।

শান্তনু। তবে জেনে প্রয়োজন নেই।

শান্তা। কিন্তু তোমারও কোনো প্রয়োজন নেই এতে, আমি বেশ জানি।

শান্তনু। আছে।....দাও! বিরক্ত কোরো না শান্তা!

শান্তা। কিন্তু কি আছে এতে বল। আমার যে ভয় করে, বাবা বোধ হয় তোমাদের অনিষ্ট করতে চান।

শান্তনু। হয়তো তাই।....আমি চাই, প্রমাণ ক'রে দেখতে। এর মধ্যে আছে সেই প্রমাণ।....দাও, দেরি কোরো না।

শান্তা। প্রমাণ?

শান্তনু। হ্যাঁ, শ্যামাশংকর চৌধুরীর ছবি। যাকে তোমার বাবা বলেন, আমার পিতা, তাঁর ভাষায়, জন্মদাতা। দাও, আমি দেখতে চাই। [ছিনাইয়া লইল....]

শান্তা। [কাতর ভাবে] না না, এ তাঁর শয়তানি মতলব। বিশ্বাস কোরো না! তোমার পায়ে পড়ি, বিশ্বাস কোরো না!

শান্তনু। যাও শান্তা! প্রমাণের অভাবে বিশ্বাস করা আর না-করা দুটোই সমান, দুটোই বোকামি। যাও, আমার সময় নেই!

শান্তা। [অভিমানে] কাল সন্ধ্যায় কি আমায় এমনি ক'রে তুমি তাড়িয়ে দিতে পারতে? কখনও পারতে না।

শান্তনু। [কাগজের বাক্সটা খুলিতে খুলিতে শান্তার কথার ভংগিতে চমকিয়া তার মুখের দিকে তাকাইল। কি উত্তর দিবে যেন প্রথমে খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু পরমুহূর্তে একটা জবাব মনে পড়িল।] কালকের সে-শান্তনু-ও আজ আর নেই।....সে আজ আমার মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, বেশ শুনতে পাচ্ছি।

শান্তা। [উচ্ছ্বসিত কান্নায়] আর আমিও সে শান্তা নই। আমার মা....। [শান্তা ছুটিয়া পলাইল। শান্তনু কয়েক পলক বোকার মত চাহিয়া থাকিয়া এক মুহূর্ত স্থির হইয়া কি ভাবিল এবং দোর দুইটি বন্ধ করিয়া দিল। দেওয়াল হইতে সোমনাথের ছবি, নামাইয়া দেখিল। পরে অনুবীক্ষণী দৃষ্টিতে দেখিল আয়নায় প্রতিফলিত নিজের মুখ। মিলাইতে লাগিল।]

শান্তনু। [বিড় বিড় করিয়া] নাক! চোখ! উহুঁ! [ছবি দেখিল] কপাল.. ভুরু! [বিরক্ত হইল, মিলিতেছে না। নিজের মুখ দেখিল....দুইটি ফটো আবার দেখিল পরপর....আবার....আবার.... বিরক্ত হইল....বিড়বিড় করিয়া বকিল....কোনোটার সহিত মুখের মিল পাওয়া যাইতেছে না।....কপালের ঘাম মুছিল....ছবি দুটাকে রাগের সংগে ছুঁড়িয়া দিল পাশের সোফায়]....রাবিশ!

[একটা সোফায় বসিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করিল বিভ্রান্তের মত....আবার ছবি দুইটা হাতে লইয়া নিজেকে আয়নায় দেখিল এবং ছবির সংগে মুখের চেহারা মিলাইতে লাগিল। আবার ছবি

ছুইটা রাখিয়া দিল। ক্লান্ত, বিরক্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া গেল বামদিকের দোরের পাশে। দোর খুলিয়া পাগলের মত মাকে ডাকিতে লাগিল।]

শান্তনু। মা! মা! মা!

[কোনো সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিল ঘরের মধ্যে। পরক্ষণেই সবিতা ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন ঠিক দোরের পাশে।]

সবিতা। [আতংকিত ও বিব্রত] শান্তনু? কি হল?

শান্তনু। [মরিয়া হইয়া] বল মা—

সবিতা। কি—কি—?

[শান্তনু ছুটিয়া ছবি তুটাকে মায়ের সম্মুখে ধরিল।]

শান্তনু। কে আমার বাবা, বলো!

সবিতা। [শ্যামাশংকরের ছবির দিকে লক্ষ্য পড়িতেই তিনি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।] ঐ তুই কোথা পেলি? [কাতরভাবে একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া মুখ আবৃত করিলেন।]

শান্তনু। [বর্শাবিদ্ধ জানোয়ারের মত] তবে সত্যি? সত্যি? [শান্তনু ঘরের মধ্যে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খোলা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিল নন্দা, অতনু, নির্মল, স্বস্তি, রমা]

নন্দা। মা!....দাদা! দাদা!

অতনু। দাদা! মা! মা!

শান্তনু [তখনও চীৎকার করিতেছে] সত্যি? তবে সত্যি?

[কণ্ঠে কাতরতা....ক্লান্তি....কঠিনতা....ক্রন্দন....। সবিতা তখন কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন।]

চার

[আগের দৃশ্য। সমস্ত ঘরে থমথমে ভাব, অস্পষ্ট আলো। ধীরে ধীরে ঢুকিলেন সবিতা। সমস্ত দেহে আর্ত ছায়া, যেন ক্লান্ত, পরাজিত, নিষ্পেষিত। তিনি একটা আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং মুখে হাত চাপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় শব্দহীন পদক্ষেপে ঢুকিলেন সোমনাথ। তিনি কান্না দেখিয়া বিরক্ত হইলেন।

সোমনাথ। কাঁদছ?

[সবিতা সোমনাথের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কান্নার উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইল। সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কান্নার আবেগে ছুটিয়া পলাইতে চাহিলেন। কিন্তু সোমনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া বাধা দিলেন।]

সবিতা। ছাড়ো!

সোম। [হাতটা ছাড়িয়া দিলেন] সত্যি, আমি তোমার শত্রু?

সবিতা। না! না!

সোম। তবে দাঁড়াও। কেন কাঁদছ?

সবিতা। আমার এমন সোনার সংসার....এত স্নেহ মমতা—সব....

সোম। [কথাটা শেষ করিয়া দিলেন] একটা বুদ্‌বুদের মত উপে গেল, এই তো? যাক্! দুঃখ আর লজ্জা নির্ভয়ে সহ্য করতে পারাই বীরের কাজ....!

সবিতা। [অশ্রুজড়ানো সুরে] কিন্তু আমি যে তা পারিনে। আমার শান্তনু, আমার অতনু, আমার নন্দা—আমি তাদের সবার পর, সবার শত্রু, সবার ঘৃণার পাত্র, এ আমি সহ্য করি কেমন ক'রে?

সোম। তবু সহ্য করতে হবে। [একটু থামিয়া] অকৃতজ্ঞ তারা। তাদের ভালবেসে কষ্ট পাওয়া ভুল—বোকামি!

সবিতা। তাদের দোষ দিও না। কত বড় দুঃখ, কি ভয়ানক লজ্জা, কি দুরপনেয় কলংক আমরা তাদের মাথায় তুলে দিয়েছি সে কথা কি তুমি বুঝতে পারো না?

সোম। তারাও বলে ঐ একই কথা! শুধু কলংকই তাদের দিয়েছ? আর কিছু তারা পায়নি? কেন তারা দেখেনা আমাদের দিকে তাকিয়ে? কেন এত স্বার্থপর তারা?

সবিতা। না না! স্বার্থপর আমি, স্বার্থপর আমরা। আমি সব চেয়ে বুঝি বেশী ভালোবেসেছিলুম শান্তনুকে। তাকেই প্রথম পেয়ে অনুভব করেছিলুম মায়ের স্নেহ কি বস্তু। কিন্তু তার সংগেও ভয়ানক শত্রুতা করতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। [একটু থামিয়া পরে] আমি তার কাছেই সব চেয়ে বেশি অপরাধ করেছি।

সোম। কিন্তু বছরের পর বছর ধরেও কি সে অপরাধের ক্ষতিপূরণ হয় নি? এত স্নেহ, এত আদর, এত যত্ন—

সবিতা। জানি নে।

সোম। কিন্তু যদি তুমি তার কাছে অন্যায় না করতে, তার বিনিময়ে কি পেতে নিজের জীবনে?

সবিতা। জীবন-ময় তার একটা মিথ্যে।....যাকে ভালবাসিনে তাকে সারা জীবন বলতে হত ভালবাসি, ভালবাসি!....যাকে ভক্তি করিনে, তাকে সারাজীবন করতে হত পূজো, মন না দিয়েও দিতুম দেহ....মন না দিয়েও করতুম মন দেওয়ার ভান, অভিনয়।

সোম। আর তোমার আদরের পুত্র শান্তনুর মতে তাই ছিল তোমার জীবনের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ করণীয়, সমস্ত জীবনটাকে একটা মিথ্যের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া....দেহ, মন, আত্মা—সমস্তর সামাজিক বেশ্যাবৃত্তি?

সবিতা। কিন্তু একটু বুঝে দেখো, সেখানেই আমি চরম স্বার্থপর।

যে মিথ্যে আমি মাথা পেতে নিই নি, সেই মিথ্যে স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছি একটা শিশুর কোমল মাথায়,....কি নিষ্ঠুর আমি !

সোম। শুধু নিজের দোষই দেখোনা ! আজ তারা বড় হয়েছে;— আজ তারা সক্ষম, আজ তারা আমাদের সহজে ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু তা করবে না ! ওরা চায় পূর্ণ ক'রে ওদের প্রাপ্য। কিন্তু প্রাপ্তির বিনিময়ে অতীব কৃপণ। আমরা দুজনেই তো বুকে ক'রে শান্তনুকে মানুষ করেছি, কিন্তু তবু সে আমাদের ভালোবাসতে পারেনি।

সবিতা ! ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নই আমরা।

সোম। সম্পূর্ণ যোগ্য। তুমি তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরোনি ? তুমি তাকে বছরের পর বছর বুকে ক'রে মানুষ করো নি ? তার বিনিময়ে তুমি তার কাছে ক্ষমা বুঝি পেতে পার না ? জীবনের একটা ত্রুটি তোমার মাতৃত্বের বিরাট মহিমাকে একটি মুহূর্তে নষ্ট ক'রে দিতে পারে কেমন ক'রে ?

সবিতা। কিন্তু সে দাবি নিয়ে দাঁড়াবার স্পর্ধা কই আমার, আমি তো বুঝি না ?

সোম। শান্তনু যদি তোমায় ভালোবাসে, দাবি না করতেই এ দান সে তোমায় দেবে। [তারপর একটু থামিয়া চেষ্টা করিয়া বলিয়া ফেলিলেন] আর সে যদি তোমায় না ভালবাসে, তবে তাকে তুমি অন্ধের মত ভালোবাস কেন ?

সবিতা। [ঈষৎ হাসিলেন] মা তার ছেলেকে কেন ভালোবাসে পৃথিবীর পুরুষরা তা বুঝবে কেমন ক'রে ? মা যখন দিনের পর দিন বুকের রক্ত দিয়ে গর্ভস্থ সন্তানকে সৃষ্টি ক'রে তোলে, তখন বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে আপিসে যায়, কাজ করে, খায়-দায়, খেলে আর ঘুমোয়। মা যখন তার সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে আঁতুড়ঘরে মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রেও মুক্তির কামনায় আর্তনাদ করে, বাবা তখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ! তখন সে তাদের

আড্ডায়, বন্ধুর বাড়িতে, আপিসের কামরায় ব'সে হাসতে পারে। যাকে এত ক'রে মা পৃথিবীতে আনে, সে যে মায়ের কাছে কি বস্তু, তা পুরুষরা বুঝবে কেমন ক'রে?

সোম। তাইতো শান্তনুর কাছে তোমার দাবি আরও বেশি। তার বাবার চেয়ে তুমি কি তার আরও নিকটতর, আরও আপনার নও? তার বাবাকে ত্যাগ করায় সে তোমাকে শাস্তি দেবে কোন্ লজ্জায়? এ-কথা তাকে তুমি বুঝিয়ে বলো। তাকে ভুল করার অবকাশ দিও না!

সবিতা। কিন্তু সে সুযোগ আমার কই?

সোম। কেন নেই?

সবিতা। মেয়েদের সে সুযোগ তোমরা দাও নি। তোমরা পুরুষ, শক্তির গর্বে সমাজের বুকে রাতদিন চালাও স্বেচ্ছাচার। নিজের অপরাধ দেখতে পাও না, দেখতে চাও না, দেখেও না দেখার ভান কর! যে অপরাধে তোমাদের কোনো শাস্তি নেই, সেই অপরাধের জন্য তোমরা মেয়েদের কি ভীষণ শাস্তিই না দাও, তোমরা শিখিয়ে এসেছ ছেলে-মেয়েদের আশৈশব....পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম! আমরা দুর্বল নারী সে শিক্ষায় সাহায্য ক'রে নিজেদের ক'রে তুলেছি আরও দুর্বল। যে পাপের জন্য পরশুরাম তার মাকে শাস্তি দিয়েছিল, সেই পাপের জন্য সে কি তার বাবাকেও শাস্তি দিতে পারত? কখনো না! কখনো না! তোমরা পুরুষ, তোমরা পিতা, তোমরা স্বর্গ, তোমরা ধর্ম, তোমরা ইহলোক আর পরলোকের সর্বস্ব। আর আমরা নারী, আমরা মা, আমরা সামান্য দোষেই ঘৃণিতা, পতিতা, ঘোরতর অপরাধী!

সোম। [বিব্রত হইয়া] না না, তা কেন? তা কেন?

সবিতা। ঠিক তাই! তোমাদের সমাজের শিক্ষাই এমনি, আমার দোষের জন্য তোমাদের সংসারের সুখশান্তি, সমাজের সম্মান প্রতিপত্তি সব

নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার দোষের জন্য কিছুমাত্র না! ছেলেমেয়েরা যখন আমাকে ঘৃণা করবে, তখন সমাজ বলবে এই আমার প্রাপ্য! আর তার চেয়েও বড় অপরাধের জন্য ছেলেমেয়েরা যদি তোমাদের নিয়ে আলোচনা করে, সমস্ত সমাজ উঠবে শিউরে! কারণ....আমরা মা, আর তোমরা বাবা!....কারণ আমরা তাদের দশমাস দশদিন গর্ভে ধ'রে দেহ থেকে রক্তমাংস, মন থেকে মন, আত্মা থেকে আত্মা দিয়ে পলে পলে রূপ দিয়ে গড়ে তুলি, আর তোমরা....

সোম। [হঠাৎ ক্ষেপিয়া গেলেন] চুপ করো। আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি! উঃ এ সমস্ত তোমারই শিক্ষা! তোমারই ষড়যন্ত্র!

সবিতা। [ভয় পাইলেন] কি?

সোম। অজয় চারিদিকে আমার কুৎসা ক'রে বেড়াচ্ছে। ঘরে বাইরে আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে—শুধু তোমারই শিক্ষায়!

সবিতা। না, সে শিক্ষা সে নিজেই পেয়েছে।

সোম। হুঁ, তা দেখতেই পাচ্ছি। [বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন]

সবিতা। [পাশে ছুটিয়া গিয়া বাধা দিলেন] যেয়োনা!

সোম। [অর্ধ আত্মগতভাবে] নইলে এত স্পর্ধা তার? সেদিনের ছোকরা, সে আবার আমাকে নিয়ে আলোচনা করতে সাহস পায়?

সবিতা। না না না। তুমি আমায় ভুল বুঝো না! আমি কি তোমায় কখনও কষ্ট দিতে পারি? কি নিষ্ঠুর তুমি!

[সোমনাথ সবিতার আর্তকণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। সবিতা এক মুহূর্ত থামিলেন। তাঁহার গলা কন্নায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে]

সবিতা। না! না! তোমার কি দোষ? দোষ আমার ভাগ্যের। জগতে আমি সবার পর, সবার শত্রু! আমি একা! [সোফায় বসিয়া পড়িয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন....]

সোম। [সবিতার পাশে আসিয়া সস্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন] সবিতা!

সবিতা। [হঠাৎ ক্ষেপিয়া] কেন, কেন, এ সর্বনাশ তুমি আমার সেদিন করেছিলে? কেন? কেন?

[সোমনাথ বিস্মিত হইয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন, পরে অপরাধীর মত নিঃশব্দে বাহিরে গেলেন। সবিতা একটু বাদেই বুঝিতে পারিলেন যে সোমনাথ চলিয়া গিয়াছেন এবং তখনি কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া পলাইলেন....।

কয়েক মুহূর্ত পরে নির্মল ঢুকিল ঘরে....পেছনে নন্দা....]

নন্দা। [আকুলভাবে] নিমুদা!

নির্মল। ভেবে দেখো নন্দা!

নন্দা। কেন পারো না বলো?

নির্মল। বাবা....মা....সমাজ....

নন্দা। সত্যি তুমি এত কঠিন হতে পারবে?

নির্মল। উপায় কি? তুমিও আমায় সাহায্য কর!

নন্দা। [একরকম চিৎকার করিয়া উঠিল] তবে কেন এলে আমার অপমান করতে? কেন এলে? তোমাদের ভালোবাসা, সব মিথ্যে—শুধু মেয়েদের ঠকাবার ছল,....শুধু....!

নির্মল। না, না! শোনো। ভুল বুঝোনা আমায়। কেমন ক'রে তোমায় আমি পেতে পারি বলো? আমি তো বুঝতে পারছি না।

নন্দা। [ঈষৎ সংযত হইল] কেন যে পারছ না আমি তো বুঝিনা।

নির্মল। বুঝতে চেষ্টা কর লক্ষ্মিটি!....বাবা....মা....ভাই....বোন....সমাজ....সংস্কার....

নন্দা। ওদের সবার ওজনে আমি হালকা....বড়ো, বড়ো হালকা, এইতো?

নির্মল। না, না!....ওদের জন্য আমি আত্মত্যাগ করতে চাই! আমার জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান বস্তুটিকে....

নন্দা। আত্মত্যাগ! তার চেয়ে সোজা কথায় বলো, আমায় তুমি ভালোবাসো না! তোমার ভালোবাসা ছিল খেলাঘরের খেলা—ভালোবাসা নয়!

নির্মল। [কাকুতি করিল] না, না! ভুল ভেবো না। জানো আমি কি স্থির করেছি।

নন্দা। আমায় বিয়ে করবেনা—এর চেয়ে কিছু বেশি?

নির্মল। অনেক বেশি, অনেক বেশি নন্দা।

নন্দা। [ঠাট্টার সহিত] যথা—

নির্মল। আমি শপথ করেছি—

নন্দা। কে তোমায় শপথ করতে বলেছে?

নির্মল। দেহ, মন, আত্মা! আমি যে তোমায় ভালোবাসি নন্দা। সে ভালোবাসাকে আমি কখনও অপমানিত হতে দেবোনা।

নন্দা। অতি উত্তম কথা!

নির্মল। তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ো না নন্দা! বুঝতে চেষ্টা কর।

নন্দা। কি শপথ করেছ শুনি?

নির্মল। আমি সারাজীবন তোমায় ভালোবেসে যাবো।

নন্দা। [বিদ্রূপে] বলো, বসিয়ে রাখবো মনের সিংহাসনে, কল্পনায়, প্রেমের স্বর্গে, ভালোবাসার নন্দন-কাননে....বলে যাও, কেন, থামলে কেন?

নির্মল। নন্দা!

নন্দা। চুপ কর!

নির্মল। প্রেম কি শুধু স্বার্থপরতা?

নন্দা। তোমার বড় বড় বুলি রাখো। কে সারাজীবন তোমার মনের সিংহাসনে থাকতে চায়? ধুলো-কাদামাখা আর একজনের পায়ের তলায় বসব, তবু একমুহূর্তও এই কবিত্ব আমি সইতে পারব না। চিরকাল কথা দিয়ে পুরুষগুলো মেয়েদের ভুলোয়, মেয়েরা বোঝে ওরা ভোলাচ্ছে, তবু তারা ভোলে! আশ্চর্য! যার ভালোবাসা এত দুর্বল, তার ভালোবাসার কি অধিকার আছে?

নির্মল। চুপ করো নন্দা। এ আমার স্বার্থত্যাগ। সমাজের জন্য, পরের জন্য....

নন্দা। স্বার্থত্যাগ! আত্মবলি! কি চমৎকার!.... নিজেদের দোষত্রুটিকে মানুষ এমনি ক'রেই রঙ্‌ দেয়। নিজের অক্ষমতাকে বলে ত্যাগ, দুর্বলতাকে বলে কোমলতা। আসল কথা, তুমি আমাদের ঘৃণা করো।

নির্মল। মোটেই না, নন্দা। কি অবুঝ তুমি! আমি তোমায় কি ক'রে বোঝাবো!

নন্দা। বোঝাতে হবে না।

নির্মল। তুমি আমায় চিনলে না নন্দা!

নন্দা। অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে চিনে আমার লাভ?

নির্মল। প্রেম কি শুধু প্রয়োজন?

নন্দা। অন্তত আমার কাছে। সমাজ অস্বীকার করবে যার সমস্ত অধিকার, যাকে লোকে করবে ঘৃণা, তার কাছে পুরুষ একটা প্রয়োজন বৈকি! যাক্, সে নিয়ে তোমার সংগে আলোচনা করতে চাইনে। শুধু সময়ের অপব্যয়। [নন্দা ত্বরিতে চলিয়া গেল, নির্মলের মুখখানা অত্যন্ত করুণ দেখাইল। সে কপালের ঘাম মুছিল ও বাহিরে গেল। বাহিরে মোটরের শব্দ। পরমুহূর্তে হন্তদন্ত, ব্যস্ত ও বিরক্তভাবে ঘরে ঢুকিলেন রমা। ঘরের এপাশ হইতে ওপাশে গেলেন]

রমা। [বিড় বিড় করিয়া] কোথা গেছে সব? দেখতে পাইনে যে? [হাঁকিলেন] স্বস্তি....অ স্বস্তি!

অতনু। [ঘরে ঢুকিল] মাসিমা?

রমা। হ্যাঁ, স্বস্তি কই?

অতনু। ডেকে দিচ্ছি। [রমা ক্লান্তিতে একটা আসনে বসিলেন। অতনু বাহিরে গেল।]

স্বস্তি। [ঢুকিয়া] মাসিমা—?

রমা। [রাগের সংগে] দেখতে পাচ্ছ না? তোমার জন্য কি পাগল হবো? তোমাকে আমি পই পই করে বলে দিয়েছি, এ-বাড়িতে আর তোমার আসা হবে না। এদের সংগে আমাদের আর কোনো সম্বন্ধ রাখাই ভয়ানক ব্যাপার।

স্বস্তি। কিন্তু তোমরা এঁদের সংগে সম্বন্ধ রাখতে যে ভয় পাও কেন, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনে।

রমা। তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাতে হবে শুনি? নন্দার মা যে স্তরের মেয়ে, তার সাথে আমাদের কথা কওয়াও অন্যায়, অপমানজনক।

স্বস্তি। মাসিমা একলাই তবে তোমাদের অশান্তির কারণ?

রমা। [ব্যংগে] মাসিমা? ওকে মাসিমা বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে না?

স্বস্তি। শুধু কি তিনিই দোষী?

রমা। তবে আবার কে?

স্বস্তি। [তির্যকভাবে] আর কেউ না?

রমা। আবার কে? একটা মেয়ে, সে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে এল একটা পরপুরুষের সংগে, এর চেয়ে—

স্বস্তি। কিন্তু, তার চেয়ে তো কম অপরাধ করেন নি সোমনাথবাবু।

সে কথা যখন তুমি জানতে পারলে, তখন তো কই সোমনাথবাবুর বিরুদ্ধে তুমি মাথা তুলে দাঁড়াও নি? তাঁর শাস্তির কোনো ব্যবস্থা করনি? তখন এখানে ছিল আমার নির্দোষ অবাধ গতি। মাসিমার চেয়ে সোমনাথ বাবুর অপরাধ কম হোলো কিসে?

রমা। তোমার মত বেয়াড়া মেয়ের সংগে আমি তর্ক করতে চাইনে।

স্বস্তি। আমিও না! বেশি তর্ক করলে আমার মাথা ঘোরে। আমি এখন যাব না, তুমি যাও!

রমা। এখন যাবিনা মানে?

স্বস্তি। পরে যাব। [অতনু আসিল]

অতনু। ছি! যাও স্বস্তি! তোমার এখানে থাকা অন্যায়।

স্বস্তি। কেন?

অতনু। তোমাদের সমাজ আমাদের সংস্পর্শ বর্জনীয় বলেই মনে করে।

স্বস্তি। করুক। কিন্তু তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

অতনু। চুরি করেই শুনেছি।

রমা। কি বিশ্রী ব্যবহার তোমার!

স্বস্তি। ছি! এ তোমার দোষ।

অতনু। [ম্লান হাসির সহিত] মোটেই না। যা সম্মুখে শোনা যায় না, তা লুকিয়ে না শুনে উপায় কি?

রমা। এ অন্যায়—কুৎসিত মনোবৃত্তি।

অতনু। আপনাদের চেয়ে কম। আপনারা সম্মুখে বলতে যা দ্বিধা করেন, তাই আড়ালে-আবডালে বলেন অনর্গল!....

রমা। [তাচ্ছিল্যের ভংগিতে স্বস্তির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন] বাড়ি চল!

স্বস্তি। বলেছিই তো! আমি এমন ক'রে যেতে পারবো না! এঁদের ত্যাগ ক'রে—ঘৃণা ক'রে—

রমা। এঁদের?

স্বস্তি। বিশেষ করে অতনুদাকে।

রমা। [অতনুর দিকে ভয়ানক ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন] তোমার কি মতলব শুনি? তুমি কি এর ভবিষ্যৎটা নষ্ট ক'রে দিতে চাও নাকি?

স্বস্তি। [অতনুর হইয়া উত্তর দিল] না, আমি স্বেচ্ছায় যেতে চাইনে। কারণ, অমি চাই না আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে। মা কেন মরেছিলেন জানো? তাঁর সংগে একজনের বিয়ে হয়েছিল, যাকে তিনি ভালোবাসতেন না। সে ট্র্যাজিডির পুনরভিনয় করবার ইচ্ছে আমার নেই।

রমা। [চাপা রাগে] আমায় কী করতে হবে এখন, দয়া ক'রে বলুন।

স্বস্তি। আমাদের দুজনকে তুমি আশীর্বাদ কর।

রমা। [হঠাৎ ফাটিয়া গেলেন] বটে! উত্তম! এই আশীর্বাদ করছি. আমার দোরে যেন আর কোনোদিন তোমায় পা দিতে না হয়! হতভাগা মেয়ে! [ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেলেন।]

স্বস্তি। বেশ তো। সে-ও কি কম আশীর্বাদ?

[কয়েক মুহূর্ত সে মাসিমার যাওয়ার পথে তাকাইয়া রহিল, স্তব্ধ ও নির্বাক। এবারে অতনু পাশে আসিয়া স্বস্তির একখানি হাত হাতে তুলিয়া লইল। স্বস্তি কথা কহিল না।]

অতনু। [একটু পরে] কিন্তু, মাসিমা যে রাগ করবেন!

স্বস্তি। না।

অতনু। [অবাক হইয়া] না?

স্বস্তি। মাসিমা আমাকে কত ভালোবাসেন জান?

অতনু। তাই তাঁকে এ আঘাত দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

স্বস্তি। [হাসিতে চেষ্টা করিল] তাঁর ভালোবাসা এ আঘাত সইতে পারবে জানি। আর জানি বলেই এ আঘাত দিলাম। তিনি আজ না হলে কাল ক্ষমা করবেন।

অতনু। যদি না করেন?

স্বস্তি। বুঝব, তাঁর ভালোবাসা মিথ্যে,—প্রবঞ্চনা। যে স্নেহ-মমতা, প্রেম একটি আঘাতেই টলে পড়ে, তা দুর্বল, ক্ষণস্থায়ী। তাকে আঁকড়ে আমাদের দুজনের জীবন নষ্ট করব কেন? কান্না যেন আসছে। কথা বলছে ওই।

অতনু। মা আর দাদা।

স্বস্তি। পালাই চল পাশের ঘরে। ওঁদের দুজনের সম্মুখে পড়তেও ভয় করে। পাছে কোথাও আঘাত দিয়ে ফেলি!

অতনু। আমিও তাই এড়িয়ে চলি। [দুজনেই বাহির হইয়া গেল। বিপরীত দিক দিয়া ঘরে ঢুকিল শান্তনু, সবিতাকে সে জোরের সংগে কি বলিতেছে।]

শান্তনু। এ তোমার পরীক্ষা, প্রায়শ্চিত্ত, শাস্তি।

সবিতা। তুই এত নিষ্ঠুর হস্‌নে শান্তনু।

শান্তনু। তুমি যে কি করেছ, তা কল্পনাও করতে পারো না! উঃ, একটা ছেলের ভবিষ্যৎ, একটা লোকের মান সম্মান, প্রতিপত্তি, নিজের ইহকাল পরকাল—

সবিতা। শান্তনু! শান্তনু! আমি দোষ করেছি। তুই কি আমায় ক্ষমা করবি নে?

শান্তনু। করতুম। কিন্তু মা, তুমি আমার কি অপমানই যে করেছ, তা আমিই বুঝি। বাবাকে না ভালবাসো, আমাকেও ত পারতে? কিন্তু

যেদিন এই শয়তান লোকটার সংগে পালিয়ে এলে, সেদিন তুমি আমাকেও অপমান করেছ, বাবাকে ত করেছই। একটা নিষ্পাপ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শিশু—যে জগতের পাপ আর আবিলতার বিন্দুমাত্রও জানত না, তাকেও তুমি অপমান করেছ। তোমার কাছে মাতৃস্নেহ একটা খড়কুটোর মতো তুচ্ছ হয়ে গেছে।....একদিকে ছিলুম আমি, আর একদিকে ওই লোকটা। তুমি চলে এলে ওই লোকটার সংগে। একটি বারও ভাবলে আমার কথা ? ও তোমার কাছে আমার চেয়ে হল অনেক বড়, আমার চেয়ে তোমার কাছে ও পেল অনেক বেশি। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করো। হয় আমি তোমায় ছেড়ে চলে যাবো, নয়, তুমি চলে যাবে এই সংসার ছেড়ে। একলা আমার সংগে! ওই লোকটা, অতনু, নন্দা....কেউ তোমায় আটকে রাখতে পারবে না। মা, এ তোমার ভালবাসার অগ্নি-পরীক্ষা।

সবিতা। কিন্তু শান্তনু, তারাও যে আমার ছেলেমেয়ে!

শান্তনু। কিন্তু তাদের কাছে এমন অন্যায় তো তুমি করনি! তোমার স্বার্থপরতার কাছে তাদের স্নেহমমতা তো এমন হীন হয়নি ?

সবিতা। না, এ আমি পারবো না! এ আমি কিছুতেই পারবো না!

শান্তনু। বেশ, তবে আমায় যেতে দাও।

সবিতা। শান্তনু! শান্তনু! তবু আমি তোর মা। সমস্ত অস্বীকার করলেও, তা তুই কেমন ক'রে অস্বীকার করবি বল ?

[ঘরে ঢুকিলেন সোমনাথ।]

সোম। [ভয়ংকর দৃঢ় গলায়] শান্তনু!

সবিতা। তুমি যাও! তুমি যাও! তুমি কেন এলে আবার ?

সোম। [সবিতার কথায় কান দিলেন না] অকৃতজ্ঞ!

শান্তনু। [সমান গলায়] শয়তান!

সবিতা। শান্তনু! শান্তনু!....ওগো, তুমি! তুমি! [ভীত বিব্রত হইয়া পড়িলেন]

সোম। তুমি যাও! পাশের ঘরে যাও।

সবিতা। না! না!

শান্তনু। যাও মা, তুমি যাও।

সবিতা। না, না! না, না! আমি যাব না!

সোম। [এক অপরিচিত গাম্ভীর্যে] যেতে বলছি, শুনছ না? [সবিতা বোকার মত পলাইলেন। সোমনাথের দিকে শান্তনু কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া তাকাইল। সোমনাথ আসিলেন সম্মুখে। দৃঢ় শক্তি-ব্যঞ্জক পদক্ষেপ। গতিতে গুরুত্ব।]

সোম। আমি চাইনে যে, তোমার মত একজন অকৃতজ্ঞ আমার সংসারের সমস্ত শান্তি নষ্ট ক'রে দেয়।

শান্তনু। [হাসিয়া উঠিল] শান্তি!

সোম। যদি সে শান্তির এতটুকু ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তোমায় আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে বলছি।

শান্তনু। যাবো। কিন্তু তার আগে....[ছুটিয়া টেবিলের কাছে গেল ও টানা খুলিল। পরক্ষণে বিভ্রান্তের মত] আমার পিস্তল? পিস্তল? আমার পিস্তল কে নিল? [খুঁজিতে লাগিল।]

সোম। [এক পা পিছাইয়া গেলেন] পিস্তল?

শান্তনু। হ্যাঁ, আমার বাবার পিস্তল। তোমাকে আমি খুন করবো! নন্দা!....অতনু!....আমার পিস্তল? ....পিস্তল? [ছুটিয়া দোরের পাশে গেল ও দোর খুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল] মা! মা! পিস্তল? আমার বাবার পিস্তল?....[সবিতা দোরের পাশে আসিলেন। শান্ত ও সংযত চেহারা। হাতে পিস্তল।]

শান্তনু দাও ! দাও আমার পিস্তল !

সবিতা । কি হবে পিস্তল ? [শান্ত সংযত স্বর । একদিন এই স্বরে তিনি শিশু শান্তনুর সহিত কথা কহিতেন, যখন সে অসময়ে চাহিত লজেঞ্চ কিনিবার পয়সা কিংবা একটা পোশাক ।]

শান্তনু । আমি খুন করব এই লোকটাকে ।

সবিতা । তিনি তোকে লালনপালন করেছেন । তা ছাড়া ওঁর কোনও দোষ নেই ! আমি চলে এসেছিলুম স্বেচ্ছায়—না এসে আমার উপায় ছিল না । [পিস্তলটা আগাইয়া ধরিলেন] নে, আমায় খুন কর আগে । তারপর ওঁকে করিস । [শান্তনু মন্ত্রমুগ্ধের মত পিস্তলটা হাতে লইল । পাছে সে সোমনাথকে আঘাত করিয়া বসে, তাই সবিতা ছুটিয়া সোমনাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন । শান্তনু তাকাইল তাঁহাদের দুইজনের দিকে এবং পিস্তলটা সোফার উপর ফেলিয়া দিল । পরাজিত ও বিরক্ত সে । কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো সা:। ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল ।

সবিতা একবার ত্বরিতে সোফার কাছে গেলেন ও পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইতে তিনি দোর বন্ধ করিয়া দিলেন । কয়েক মুহূর্ত শান্তনু ও সোমনাথ নীরব ও নিশ্চল ।]

সোম । তুমি আমায় খুন করবে ? [সোমনাথ তাচ্ছিল্যের সংগে ওধারে গেলেন ।]

শান্তনু । করতুম ।

[বন্ধ ঘরের ওপাশে পিস্তলের শব্দ হইল । প্রথম মুহূর্তে তাঁহারা দুজনেই বিস্ময়াহতভাবে পরস্পরের দিকে তাকাইলেন । কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা ভয়ানক ধারণা উভয়ের মনে উদয় হইল । উভয়েই বন্ধ দোরের দিকে ছুটিলেন ও উন্মত্তের মত দরজার উপর করাঘাত করিতে লাগিলেন]

শান্তনু। মা! মা! মা! মা!

সোম। সবিতা! সবিতা! সবিতা! [রুদ্ধ দরজার ওপার হইতে অতনু, স্বস্তি ও নন্দার কান্না ও চিৎকার শোনা গেল।]

নন্দা। মা! মা! মাগো! ও মাগো।

স্বস্তি। মাসিমা! মাসিমা!

অতনু। মা! মা!

[ঘরের ভিতরে বাহিরে দুদিকেই আর্তনাদ ও চিৎকার। শুধু মাঝখানে একটা প্রাচীর ও রুদ্ধ দরজা....নিষ্ঠুর অটল!....কয়েক মুহূর্ত পরেই দোর খুলিয়া গেল। দোরের পাশে সাদা, পাংশু, মৃতপ্রায় স্বস্তি। অতনু ও ও নন্দা দোরের কাছে ছুটিয়া আসিল: বাবা! বাবা!

শান্তনু চীৎকার করিয়া উঠিল: মা! মা!]

[কলরোলের মধ্যে মঞ্চ অন্ধকার হইল।]

[তৎপরে ধীরে ধীরে মঞ্চ আলোকিত হইতে লাগিল। ক্ষীণ আলোকে দেখা গেল,—সোমনাথ দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি নীরব, প্রস্তরমূর্তির মতো ধীর, স্থির। প্রাচীরের অন্তরাল ভেদ করিয়া আসিতেছে নেপথ্যলোকের ক্রন্দন। ঘরখানি নির্জন। কয়েক মুহূর্ত এমনি ভাবেই কাটিল। এমন সময় নির্জন ঘরে ছুটিয়া আসিল শান্তা। পিছনে হীরেন বাবু।]

শান্তা। কিসের এত চিৎকার? সবাই যেন কাঁদছে!

হীরেন। যাস্‌নে, যাস্‌নে! পালিয়ে আয় শান্তা!

শান্তা। না। [আগাইয়া চলিল]

[বন্ধ দোরের একটা কপাট অর্ধোন্মুক্ত করিয়া প্রবেশ করিল শান্তনু। ভয়ংকর, করুণ ও উন্মাদের মত চেহারা। এলোমেলো চুল, ঘর্মাক্ত ও বিভ্রান্ত।]

শান্তনু। [শান্তাকে দেখিয়া পাগলের মত] শান্তা! শান্তা! মা নেই!

হীরেন। নেই? [হঠাৎ হীরেনবাবুর মুখখানা করুণ হইয়া উঠিল] সত্যিই সে মরল?

সোম। হ্যাঁ, মরল। [সমস্ত মুখে আক্রোশ।]

শান্তনু। আমিই তাকে খুন করেছি। আমার জন্যেই মা চলে গেল। [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কপাল চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

হীরেন। না, আমারই জন্য। চলে আয় শান্তা।

শান্তনু। [হঠাৎ ক্রোধের সংগে লাফাইয়া হীরেনবাবুকে ধরিয়া ফেলিল] হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমারই জন্য শয়তান!

শান্তা। [শান্তনুর ভীষণ মূর্তি দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল] উঃ!

হীরেন। [শান্ত কণ্ঠস্বর] শান্তনু! চেনো, আমি কে?

সোমনাথ। কে? কে তুমি?...আমার কুগ্রহ, ধূমকেতু?

হীরেন। [সোমনাথের দিকে তাকাইয়া] আমায় চিন্‌তে পারো না সোমনাথ? আমি শ্যামাশংকর! [শান্তনুকে] আমি তোর হতভাগ্য বাবা! আয় শান্তা, চলে, আয়।

শান্তনু। বাবা? [সোমনাথ ক্লান্তির সহিত সোফায় বসিয়া পড়িল।]

শান্তা। [বোকার মত] দাদা?

হীরেন। হ্যাঁ, দাদা। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন] চলে আয় শান্তা; [শান্তা নড়িল না।]

হীরেন। আয়! [শান্তা নীরবে বাবার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।]

শান্তনু। শান্তা! দাঁড়াও। [ছুটিয়া বাহিরে গেল।]

[এবার সোমনাথ একা। তিনি ঘরের একপাশ হইতে অন্যপাশে চলিয়া গেলেন। নতশির, ক্লান্ত দেহ, একবার ঘাম মুছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। নিঃশব্দ গতি। তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কি করিবেন যেন স্থির করিতে পারিতেছেন না।

শূন্যের দিকে হাত তুলিয়া অদৃশ্য কাহাকে যেন প্রতিবাদ জানাইলেন। মঞ্চের আলোক স্তিমিত হইয়া আসিতে লাগিল। সোমনাথকে একটি প্রেতের মত দেখাইতেছে। সমস্ত ঘরের বাতাসে যেন করুণ রাগিণীর আলাপ....]

যবনিকা